আহ্ছানিয়া

মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৪ ■ সংখ্যা ২ ও ৩ ■ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রকাশনা অনুষ্ঠান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আহ্ছানিয়া মিশন যেটাই করে সুন্দরভাবে করে

সফলতার ৩০ বছরে খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

মিশন বার্তার

নতুন যাত্রা শুভ হোক

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও
আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান

সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত এই মেডিকেল কলেজে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা-শিক্ষা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে এ বছর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

Hotline : 10617, E-mail: info.ammcu@gmail.com, Web: www.ammch.edu.bd, /ahsaniamedicalcollege

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৪ ❑ সংখ্যা ২ ও ৩ ❑ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২২

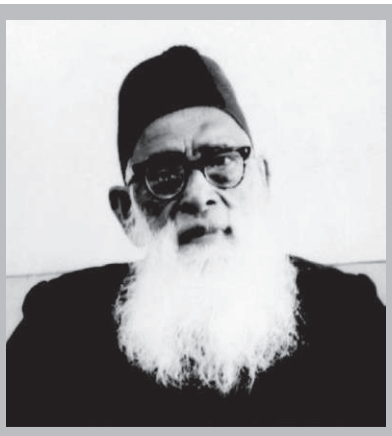

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

অনেকটাই করোনামুক্ত হতে চলেছে ২০২২ সাল। এ বছরের প্রথমদিকে মহামারীর এই প্রকোপ কিছুটা বেশি থাকলেও বছরের শেষের দিকে স্বাভাবিক। আগামী বছর থেকে বিশ্ব করোনামুক্ত হতে চলেছে বলে ধারণা করছে বিশেষজ্ঞগণ। এহেন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক হতেও শুরু করেছে সরকারি-বেসরকারিসহ সকল কার্যক্রম।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের অন্যতম একটি বেসরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মহামারীজনিত কারণে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো কাজে কিছুটা ধীরগতি আসলেও বর্তমানে আবারো পূর্ণদ্যোমে শুরু হয়েছে সকল কার্যক্রম। সেসব কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার ও অর্জনের প্রতিবেদন দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যা।

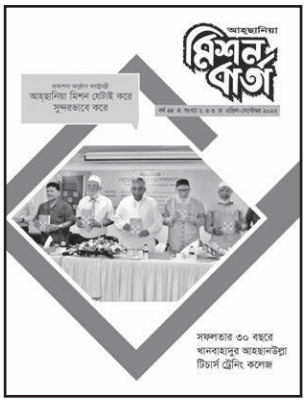

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রাণপুরুষ কাজী রফিকুল আলমের কর্মময় জীবন ও তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় মিশনের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক উন্মেষ ও বিকাশের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে খন্দকার সাখাওয়াত আলী রচিত 'পরার্থপরতার আনন্দদর্শন : কাজী রফিকুল আলম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি।

অন্যদিকে এ বছর সফলভাবে পথচলার ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন করলো কেএটিটিসি। দীর্ঘ এই চলার পিছনে আছে একান্ত প্রচেষ্টা এবং সময়ের সাথে শিক্ষার চাহিদাকে গুরুত্বের সঙ্গে পূরণ করার তাগিদ। এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ওঠে এসেছে। এছাড়াও ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও ক্যান্সার চিকিৎসায় আহ্ছানিয়া মিশনের সাপোর্ট ফোরামের সাথে ডিএফইডি ও এএমসিজিএইচ-এর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর, মিরপুর এএমসিজিএইচ ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ সেবা চালু, গাজীপুর পুরুষ মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রের সেরা কেন্দ্র হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে পুরস্কার প্রাপ্তির তথ্যগুলো গুরুত্বসহকারে উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য নিয়মিত বিভাগগুলো প্রকাশিত হলো।

বিশেষ কারণে এবারের সংখ্যাটি এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর – এ দুটি সংখ্যার সমন্বয় করে প্রকাশিত হলো।

সূচিপত্র

প্রতিবেদন ৩
'পরার্থপরতার আনন্দদর্শন : কাজী রফিকুল আলম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

← প্রচ্ছদ কাহিনী ৪-৯
সফলতার ৩০ বছরে খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ লিখেছেন অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

শিক্ষা ১৩-১৭
স্বাস্থ্য ১৮-২২
বিবিধ ২৩-২৯

← ১২
নামটা রানী হলেও কপালটা রানির নয়

১৩
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২ উদযাপন

১৭
সেরা চিকিৎসা কেন্দ্রের পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের গাজীপুর পুরুষ কেন্দ্র

← ২৫
ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও ক্যান্সার চিকিৎসায় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

'পরার্থপরতার আনন্দদর্শন : কাজী রফিকুল আলম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপিসহ অতিথিবৃন্দ

'পরার্থপরতার আনন্দদর্শন : কাজী রফিকুল আলম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

আহ্ছানিয়া মিশন যেটাই করেন সুন্দরভাবে করেন: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি বলেন, আহ্ছানিয়া মিশন সমাজের জন্য কী প্রয়োজন তা তারা চিহ্নিত করে এবং তার প্রতিকারটা কি হবে সে অনুযায়ী কাজ করে। আহ্ছানিয়া মিশন মাদককে নিরুৎসাহিত করার জন্য সবজায়গায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে নারী মাদকাসক্তদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে কাজ করছে।

তিনি আরও বলেন, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হসপিটালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করছে। আহ্ছানিয়া যেটাই করেন সুন্দরভাবে করেন।

তিনি আরও বলেন, এই সবকিছুর পিছনে রয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম। তিনি চলতে পারছেননা তারপরও তিনি থেমে নেই। চলছেন এগিয়ে যাচ্ছেন সমাজের কাজ করছেন।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, শনিবার রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে 'পরার্থপরতার আনন্দদর্শন : কাজী রফিকুল আলম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। সভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম রহমান। মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

গ্রন্থটির প্রণেতা বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ও গবেষক খন্দকার সাখাওয়াত আলী বলেন, বইটিতে তিনটি চরিত্র আছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, কাজী রফিকুল আলম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ৭টি অধ্যায়ে বইটি সাজানো হয়েছে।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, আমাদের জ্ঞান ভান্ডারে এই বইটি একটি অমূল্য সংযোজন। বিশ্ব বদলেছে তাই এনজিও শব্দের পূনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।

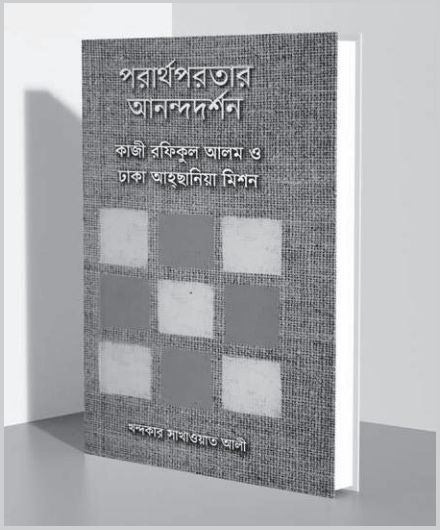

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এবং মিশনের বর্তমান সভাপতি মহোদয়ের নিরলস প্রচেষ্টায় মিশনের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক উন্মেষ, বিকাশ ও অর্জনসমূহের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে– 'পরার্থপরতার আনন্দদর্শন : কাজী রফিকুল আলম ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।

অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ.এম গোলাম শরফুদ্দিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আগত প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্ব

সফলতার ৩০ বছরে খানবাহাদুর আহছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

১৯৯২ সাল থেকে অদ্যবধি সম্পূর্ণ বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষতা ও সুনামের সাথে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

শিক্ষক শেখার পথ দেখান
সৃষ্টি করে শিখন পরিবেশ
খুলে দেন আলোকিত জগতের দ্বার।

একজন শিক্ষক ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করেন দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক। আর এ মহান দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার জন্য একজন শিক্ষককেও হতে হবে দক্ষ শিক্ষক। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (কেএটিটিসি) এ সকল দক্ষ কারিগর তথা শিক্ষক তৈরির দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করছে আজ ৩০ বছর। ১৯৯২ সাল থেকে অদ্যবধি সম্পূর্ণ বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দক্ষতা ও সুনামের সাথে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এ স্বীকৃতির পেছনে আছে প্রতিষ্ঠানের একান্ত চেষ্টা এবং সময়ের সাথে শিক্ষার চাহিদাকে গুরুত্বের সঙ্গে পূরণ করার তাগিদ। সময় পরিবর্তনের সাথে শিক্ষার চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। কেএটিটিসি এ পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে উপলব্ধি করেছে যে, বি.এড প্রশিক্ষণের সাথে সাথে একজন শিক্ষককে শিখন শিক্ষণে অধিক কৌশলী করে তুলতে প্রশিক্ষণের যাবতীয় দক্ষতার আরো উন্নয়নের প্রয়োজন। তাই কেএটিটিসি বি.এড কোর্সের অন্তর্ধীন যাবতীয় প্রশিক্ষণ দক্ষতার সাথে প্রদান করছে সেই

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় বক্তারা

সাথে আরো কিছু নতুন সময়োপযোগী সহায়ক দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদান করছে যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে করে তুলছে আরও ফলপ্রসু।

অতি দু:খজনক হলেও সত্য যে, ঔপনিবেশিক শাসনকাল থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশেও শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব মূলত ন্যাস্ত ছিল সরকারের হাতেই। দেশের প্রায় হাজার দশেক মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও সেই সমস্ত স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে আশির দশকের শুরুতে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের সরকারি সহায়ক ভাতা প্রদানের সাথে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকারিভাবে সিদ্ধান্ত হয়, বেসরকারি মাধ্যমিক স্তরের যে সমস্ত শিক্ষকের বি.এড ডিগ্রি আছে তাদের বিশেষ বেতন ভাতা প্রদান করা হবে এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারি প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে এ ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কর্মরত প্রায় এক লক্ষাধিক শিক্ষক বি.এড প্রশিক্ষণবিহীন। আরো দেখা যায় দেশে মাত্র ১০টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর ডিপ.ইন.এড কোর্সে বছরে

কর্মরত প্রায় এক লক্ষাধিক শিক্ষক বি.এড প্রশিক্ষণ বিহীন। আরো দেখা যায় দেশে মাত্র ১০ টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.ই.আর ডিপ.ইন.এড কোর্সে বছরে সর্বমোট তিন হাজারের মতো শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব।

সর্বমোট তিন হাজারের মতো শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। দেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার এরকম দুরবস্থার কিছুটা উপশম করার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক এবং বর্তমানে প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম ড. খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামকে বেসরকারি পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেন। ১৯৯২ সালে দেশের প্রথম বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নামকরণ করা হয় দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জনসেবক ও মানবকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সুফি সাধক হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র)'র নামে। শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ ফেরদৌস খানকে সভাপতি করে দেশের ১৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে কলেজ পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়।

কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি লগ্নে কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের প্রচেষ্টার ফলে ২ মে ১৯৯২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ও শিক্ষা অনুষদের ডিন প্রস্তাবিত কলেজ ভবন পরিদর্শন করেন। তাদের পরিদর্শনের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদন লাভ, ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রচার এবং ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে সকাল ও বিকাল দুই শিফটে ১৬২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। একাডেমিক কাউন্সেলের সিদ্ধান্তে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কলেজের সহশিক্ষাক্রমিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কেবল তিনটি কমিটি গঠন করা যাবে। কমিটিসমূহ যথাক্রমে (১) সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কমিটি (২) ক্রীড়া কমিটি এবং (৩) ম্যাগাজিন কমিটি এবং

এই সহশিক্ষাক্রমিক কাজ কেবল একটি নির্দিষ্ট সপ্তাহে শেষ করতে হবে। কোন রাজনৈতিক দল বা ভি.পি.জি.এস সিস্টেম থাকবে না। উক্ত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুযায়ী অদ্যবধি কলেজে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে এসব কমিটি গঠন করা হয় এবং যার প্রতি কমিটিতে আহবায়ক হিসেবে একজন শিক্ষক ও সদস্য হিসাবে কয়েকজন প্রশিক্ষার্থী প্রতিনিধি থাকবে। কমিটিগুলো গঠন করা হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ।

৭ জন সার্বক্ষণিক নবীন প্রশিক্ষক এবং ১৫ জন অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞ ও প্রবীন প্রশিক্ষকের খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত কলেজটিকে একটি নতুন কার্যকরী দিকনির্দেশনা সৃষ্টিতে আগ্রহী করে তোলে।

সে কারণেই দেশের ২২জন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের নিয়ে বি.এড. ক্লাসের জন্য আবশ্যিক পাঁচটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নেন তিনি। আর তা বাস্তবায়িত করেন কেএটিটিসির তৎকালীন অধ্যক্ষ (রেক্টর) ড: খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।

শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন। এ সকল বই ছিল তখন শিক্ষক প্রশিক্ষণে এক যুগান্তকারী সংযোজন।

প্রথম বছর চূড়ান্ত পরীক্ষায় ১৪২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন যার পাশের হার ছিল শতভাগ। ৩৯ জন প্রথম শ্রেণি, ৯৭ জন উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণি, ৫ জন দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ন হন এবং ১ জন অনুপস্থিত ছিলেন। ঐ বছরে সারাদেশে ১০টি সরকারি এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টি টি কলেজ মিলে ১১টি কলেজের মধ্যে অভিন্ন শিক্ষাক্রম, সিলেবাস ও প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষার ফলাফলে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করেন অত্র কলেজের ৫৯৭ রোলধারী" শিখা লেটিসিয়া গমেজ" যিনি বর্তমানে দেশের নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলিক্রস মহিলা কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে কেএটিটিসি থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত কৃতি শিক্ষকদের সম্মাননা

কলেজটির পাঠদান কার্যক্রমের শুরু থেকে ৬ মাস পর্যন্ত ৩ জন প্রবীন ও ১ জন নবীন প্রশিক্ষক নিয়ে গঠিত প্রশিক্ষকের দল একত্রে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে নবীনদের পেশাগত ক্ষেত্রে অধিকতর দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। যদিও তৎকালীন নবীন সকল প্রশিক্ষক বি.এড এবং এম .এড ডিগ্রিধারী ছিলেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য তখন প্রয়োজনীয় বইয়েরও যথেষ্ট অভাব ছিল। বিদেশী কিছু ইংরেজি বই থেকে অনুবাদ করে পাঠ্যসূচি চূড়ান্ত করতে হতো। তাই কাজী রফিকুল আলম মনে করলেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর ও মানসম্মত উন্নয়ন করতে প্রয়োজন হ্যান্ড বুকের। সে কারণেই দেশের ২২জন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদদের নিয়ে বি.এড. ক্লাসের জন্য আবশ্যিক পাঁচটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নেন তিনি। আর তা বাস্তবায়িত করেন কেএটিটিসির তৎকালীন অধ্যক্ষ (রেক্টর) ড: খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। বই ৫টি হলো শিক্ষানীতি, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষার ইতিহাস, শিক্ষা মূল্যায়ন ও নির্দেশনা এবং

ছাড়া উক্ত পরীক্ষার মেধা তালিকায় ২০ এর মধ্যে অধিকাংশ পরীক্ষার্থী ছিল কেএটিটিসির। ১ জুলাই ১৯৯৩ থেকে অন্যান্য সরকারি বেসরকারি কলেজের মত এ কলেজটিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। পূর্বের মত একই শিক্ষাক্রম, শিক্ষাসূচি এবং অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বি.এড ডিগ্রি অর্জন করে এবং পরীক্ষায় অসাধারণ ভাল ফলাফল অর্জন করায় সারা দেশে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। পরবর্তিতে ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দূরশিক্ষণের

কেএটিটিসি'র পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আগত অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের অভ্যর্থনা

বি.এড প্রোগ্রামের টিউটেরিয়াল কেন্দ্র হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলেজটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে একমাত্র সরকারি ছুটি ছাড়া কলেজে কোন বন্ধ ছিল না। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬ টা পর্যন্ত দুই শিফটে কলেজের ক্লাসসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। শ্রেণি কার্যক্রমে যাতে কোনো রকম ব্যাঘাত না ঘটে সে কারণে যে কোন রকম মিটিং, ওয়ার্কশপ সপ্তাহিক ছুটির দিন অনুষ্ঠিত হয়। রমজানে ক্লাস ও সাময়িক পরীক্ষা ছাড়াও মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে ক্রমাগত শিক্ষণ-শিখনের মূল্যায়ন করা হয়। দ্রুত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান ও সুনাম দেশে ছড়িয়ে পড়লে ক্রমেই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি সাড়ে পাঁচশত ছাড়িয়ে যায়। ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষে কলেজের মূল ক্যাম্পাস শ্যামলিতে জায়গা সংকুলান (একোমুডেশন) না হওয়ায় সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল, মোহাম্মদপুর এ দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় প্রফেসর রওশন আরা বেগমকে। ইতিপূর্বে তিনি দীর্ঘদিন দেশের বিভিন্ন সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে অবসর নেন। নিয়মিত শিক্ষক সংখ্যা ৭ জন থেকে ১৬ জনে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৯ সালে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ও তৎকালীন সময়ে দেশে প্রচলিত জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন ভাতা প্রদান করা হয়।

কেএটিটিসির এই সফলতা দেখে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে দেশের কিছু ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ যেনতেন ভাবে যত্র তত্র ব্যক্তি মালিকানায় বেসরকারিভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে নেমে পড়ে। যেখানে শিক্ষার মানের দিকে, শ্রেণি পাঠদানের প্রতি নজর দেওয়া হয় না, অর্থের বিনিময়ে এবং ভর্তি হলেই সনদ দেওয়ার লোভনীয় প্রচারণায় শিক্ষকগণ ঐসব কলেজের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এতে করে কলেজে ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত নতুন নিয়ম এবং কলেজে প্রশিক্ষণার্থীর ঘাটতিতে ১৯৯৯ সাল থেকে কেএটিটিসির দ্বিতীয় ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কেএটিটিসি'র ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ফটোশেসন

পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান:

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পরীক্ষার ফলাফল : বি.এড		
শিক্ষাবর্ষ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	পাশের হার
১৯৯২- ৯৩	১৪২	৯৯.০৩%
১৯৯৩ - ৯৪	২২৬	৯৯.০২%
১৯৯৪- ৯৫	২৩৩	৯৬.০৬%
১৯৯৫- ৯৬	৩৫৯	৯৮%
১৯৯৬- ৯৭	৪২৩	৯৭.১৫%
১৯৯৭ - ৯৮	৫১০	৯৭.৪৫%
১৯৯৮ - ৯৯	৩২৮	৯৯.৬৯%
১৯৯৯- ২০০০	৩০৭	৬৯.০৭%
২০০০- ০১	৩৩৭	৬৯.৪৪%
২০০১- ০২	২৭৩	৭০.০৩%
২০০২- ০৩	১৯৪	৭০.৬০%
২০০৩- ০৪	২২০	৭৫.৯১%
২০০৪- ০৫	১৩০	৬৪.৬২%
২০০৫- ০৬	১৬৭	৭৩.০৫%
২০০৬- ০৭	৮০	৯২.২৫%
২০০৭- ০৮	৮০	৯৩.৭৫%
২০০৮- ০৯	৮৬	৯১.৮৬%
২০০৯- ১০	১২৫	৯৪.২০%
২০১১	১৫৬	৯২.৮১%
২০১২	১৪০	৯৬.২১%
২০১৩	১১৮	৯৫.৬১%
২০১৪	১৭১	৯৫.৯১%
২০১৪ - ১৫	১০৯	১০০%
২০১৬	১৪৬	৯৩.১৫%
২০১৭	১৮৩	৮৮.৫৩%
২০১৮	১০৭	১০০%
২০১৯	১২৩	ফলাফল অপ্রকাশিত
২০২০	ভর্তি ১৮৯	

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের পরীক্ষার ফলাফল: এম.এড		
শিক্ষাবর্ষ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	পাশের হার
১৯৯৯- ২০০০	১২২	৯৯.১৮%
২০০১- ০১	১১৮	৯৮.২৩%
২০০১ ০২	৯৮	৯৩.৮৮%
২০০২- ০৩	১৪৩	৯৯.৩৩%
২০০৩- ৪	১৫৫	৯৬.১৩%
২০০৪-০৫	১৫৪	৯৩.৫১%
২০০৫-০৬	১৭১	৯৪.৭৪%
২০০৬-০৭	১১৯	৯৬.৬৪%
২০০৭-০৮	৮৯	৯৫.৫১%
২০০৮-০৯	৭৯	৯৭.৪৭%
২০০৯-১০	৮০	৯০%
২০১০-১১	৯৯	১০০%
২০১১-১২	৮২	১০০%
২০১২ (ফল)	৬৩	১০০%
২০১২-১৩ (স্প্রিং)	৪৮	১০০%
২০১৩ (ফল)	৪৫	১০০%
২০১৩-১৪ (স্প্রিং)	৩৯	১০০%
২০১৪ (ফল)	৪০	১০০%
২০১৪-১৫ (স্প্রিং)	২৫	১০০%
২০১৫ (ফল)	৫২	১০০%
২০১৫-১৬ (স্প্রিং)	৩৮	১০০%
২০১৬ (ফল)	৩৭	১০০%
২০১৬-১৭ (স্প্রিং)	২৯	১০০%
২০১৭ (ফল)	৫৮	১০০%
২০১৭-১৮ (স্প্রিং)	২৭	৯৯%
২০১৮ (ফল)	৫৩	৯৮.১১%
২০১৮-১৯ (স্প্রিং)	৪৮	৯৮.১১%
২০১৯ (ফল)	৪১	১০০%
২০১৯-২০ (স্প্রিং)		
২০২০(ফল)		

কেএটিটিসি'র ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের ফটোশেসন

প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব:

- কলেজ প্রাঙ্গন রাজনীতি ও ধুমপানমুক্ত ।
- কোন প্রকার ক্লাব এবং কেন্দ্রীয় সংগঠন নেই ।
- কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনের পরিবর্তে স্বত:স্ফূর্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে আন্ত:দলীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত রেখে সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপের সফল পরিচালনা এবং সক্রিয় শিক্ষার্থী পরামর্শের (কাউন্সেলিং) ব্যবস্থা।
- সাংস্কৃতিক সপ্তাহে সকল দলের শিক্ষা উপকরণ ও দেয়াল পত্রিকাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রদর্শনী করা এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পুরস্কৃত করা।
- ক্লাসের স্থিতিকাল (পিরিয়ড) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক।
- পাঠদান অনুশীলনীর সময় নিয়মিত পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির জন্য বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নিয়মিত সম্প্রসারণ (সিলেবাস বহির্ভূত) বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ কর্মশালার ব্যবস্থা।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য:

- কর্মরত প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে মঙ্গলবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং শুক্রবারসহ সপ্তাহে ৬দিন নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করা হয়।
- দুই শিফ্‌টে ক্লাসের ব্যবস্থা।
- এম.এড কোর্সের পরীক্ষাসমূহ শুক্রবারে অনুষ্ঠিত হয়।
- লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই, নিয়মিত বইয়ের লেনদেন ও বসে পড়ার সুব্যবস্থা আছে।
- উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন গভর্নিং বডি কর্তৃক পরিচালিত ।

বর্তমানে কলেজটি তার সুনাম অক্ষুন্ন রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যাকে পেছনে ফেলে একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও শিক্ষাপোযোগী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। শিক্ষার্থীরা যাতে তার বুদ্ধিবৃত্তিগত, নৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক গুণাবলি বিকাশের মাধ্যমে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি, সৌন্দর্যবোধ ও সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানটি তার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাক্রম, সহশিক্ষাক্রম ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

২০১০ সালে বাংলাদেশে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হয়। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণ সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে গিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়ে যান। যদিও সরকারিভাবে জোরেসোরে এ বিষয়ের প্রশিক্ষণদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে সরকারি, বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা, কিন্ডার গার্টেন সব মিলিয়ে ৮ লাখের মত শিক্ষককে এত অলপ সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া দূরহ ব্যাপার। শিক্ষকদের এ বিষয়টি উপলব্ধি করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টি টি কলেজ বি.এড ও এম.এড কোর্সে প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের ২০১৩ সাল থেকে বি.এড প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সফলতার সাথে তাদের বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সময়ের সাথে শিক্ষার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকদের আই.সি.টি ডিজিটাল ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট ও বিষয় জ্ঞানে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে (ওয়ার্কশপ, সেমিনার) প্রশিক্ষণ দিচ্ছে কেএটিটিসি। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য কিছু জীবন দক্ষতা যা WHO কর্তৃক সনাক্ত করা হয়েছে, কেএটিটিসি কর্তৃক এ বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কেএটিটিসি আরো লক্ষ্য করছে যে বি.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে গিয়ে প্রশিক্ষণের অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করছেন না। এসব অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে বি.এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মনিটরিং করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে করোনা মহামারির কারণে দেশের সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে সরকারিভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এ পরিস্থিতিতে কেএটিটিসি সব গুটিয়ে ঘরে বসে থাকেনি। অত্যন্ত সফলতার সাথে অনলাইনে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পেশাগতভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। অতপর সেসব দক্ষ শিক্ষকদের মাধ্যমে আন্তরিকতা ও সফলতার সাথে অনলাইনে ক্লাস, এ্যাসাইনমেন্ট ও টার্ম পেপার তৈরি, অনুশীলনী পাঠ দান ও মূল্যায়ন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ উদযাপন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। এ ছাড়া সরকারিভাবে ঘোষিত বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠান অনলাইনে পরিচালনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হচ্ছে।

কেএটিটিসি'র পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আগত অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের অভ্যর্থনা

মানসম্মত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা প্রতিনিয়তই প্রমাণ করছে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ তার পরীক্ষার ফলাফল এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রমের দ্বারা। ২০১৪ সালের পূনর্মিলনী ও ২০১৭ সালের সফল ও জাকজমকপূর্ণ রজতজয়ন্তী উদযাপন এবং ২০২২ সালের প্রাণবন্ত ৩০ বছরের মেলবন্ধন অনুষ্ঠানসমূহ তারই উজ্জ্বল নিদর্শন।

ফাতেমা খাতুন, অধ্যক্ষ, কেএটিটিসি

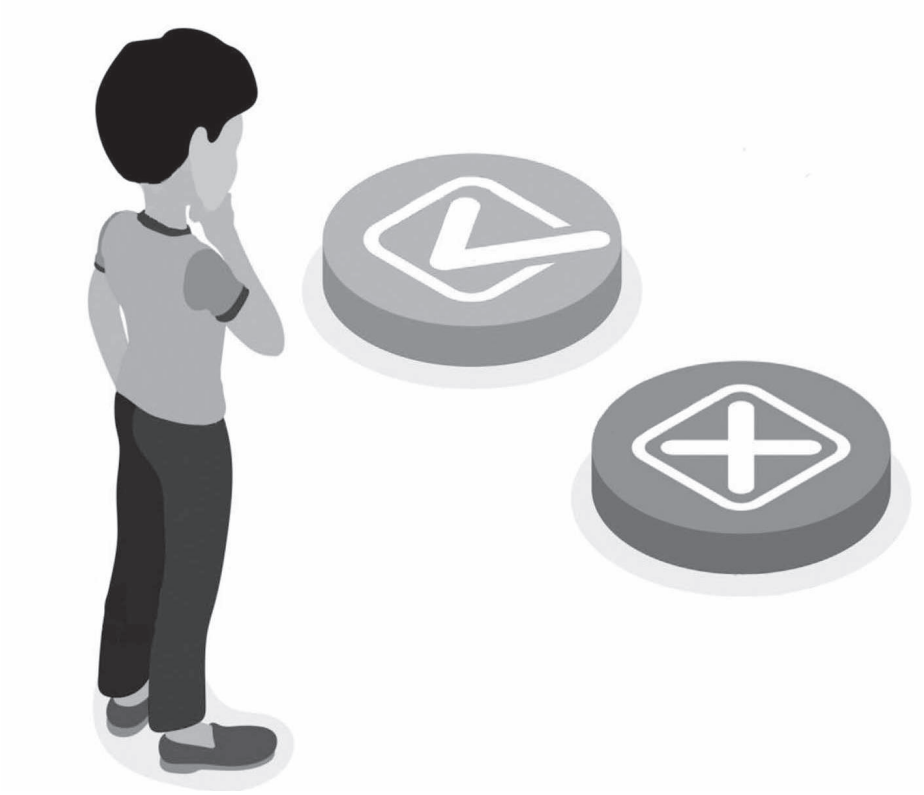

আত্মহত্যা একটি স্বপ্নের অপমৃত্যু, আসুন সচেতন হই

ইকবাল মাসুদ

আত্মহত্যা কোভিড-১৯ মহামারীকালীন সময়ে আরও ব্যাপকতা পেয়েছে। মহামারী শুরু হওয়ার পরে, বিভিন্ন দেশে জরিপে অংশগ্রহণকারী অর্ধেকেরও বেশি লোক রিপোর্ট করেছে যে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়েছে।

আত্মহত্যা আমাদের প্রত্যেককে প্রভাবিত করতে পারে। প্রতিটি আত্মহত্যাই বিধ্বংসী এবং পাশের মানুষদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। আত্মহত্যা এবং আত্মহত্যার প্রচেষ্টার একটি প্রবল প্রভাব রয়েছে যা শুধুমাত্র ব্যক্তি নয়, পরিবার, সম্প্রদায় এবং সমাজকেও প্রভাবিত করে। আত্মহত্যার জন্য সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির কারণগুলি, যেমন চাকরি বা আর্থিক ক্ষতি, ট্রমা বা অপব্যবহার, মানসিক এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহারের অসুস্থ্যতা এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বাধাগুলো।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক হিসাব মতে বাংলাদেশে প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে বছরে প্রায় ৬ জন আত্মহত্যা করে থাকেন, বেশির ভাগ আত্মহত্যার সঙ্গে মানসিক রোগের সম্পর্ক রয়েছে। বিষন্নতা, ব্যক্তিত্বের সমস্যা, সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার ডিজঅর্ডার, মাদকাসক্তি ইত্যাদি মানসিক রোগের যথাযথ চিকিৎসা না করলে এবং সম্পর্কজনিত জটিলতা, ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে আত্মহত্যার ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। তবে কোভিড-১৯ মহামারীকালীন আরও ব্যপকতা পেয়েছে। মহামারী শুরু হওয়ার পরে, বিভিন্ন দেশে জরিপে অংশগ্রহণকারী অর্ধেকেরও বেশি লোক রিপোর্ট করেছে যে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়েছে।

বছরে আনুমানিক ৭০৩,০০০ মানুষ সারা বিশ্বে আত্মহত্যা করে। আরও অনেকে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এবং আত্মহত্যার গুরুতর চিন্তা রয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ তীব্র দুঃখ ভোগ করে বা অন্যথায় আত্মঘাতী আচরণের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। প্রতিটি আত্মহত্যার মৃত্যু একটি জনস্বাস্থ্য উদ্বেগ যা তাদের আশেপাশের লোকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

আত্মহত্যার চিন্তা জটিল। কোনো একক পদ্ধতি সবার জন্য কাজ করে না। আমরা হয়তো কিছু কারণ জানি এবং জীবনের এমন ঘটনা হতে পারে যে আত্মহত্যা এবং মানসিকভাবে কাউকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে, যেমন উদ্বেগ এবং বিষন্নতাও হতে পারে। যারা বিষন্নতায় ভোগেন, তাদের মধ্যে বরং যত দিন যায়, ততই কষ্টদায়ক চিন্তা, দৃশ্য আরো বেশি করে মনে আসে। যারা আত্মহত্যা চিন্তা করছে তারা অনুভব করতে পারে তারা কোথাও আটকা পড়েছে বা তাদের বন্ধু, পরিবার এবং তাদের জন্য বোঝার মতো এবং এইভাবে মনে হতে পারে যে তারা একা এবং আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

তবে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা যায়। মূল প্রমাণভিত্তিক আত্মহত্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে আত্মহত্যার উপাদানের সরবরাহ সীমিত করা (যেমন আগ্নেয়াস্ত্র, কীটনাশক ইত্যাদি), মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মাদকদ্রব্য হ্রাস নীতি গ্রহণ, এবং আত্মহত্যার বিষয়ে দায়িত্বশীল মিডিয়া রিপোর্টিং প্রচার করা, সামাজিক কলঙ্ক বা স্টিগমা প্রতিরোধ ইত্যাদি।

দেশব্যাপী আত্মহত্যা প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় প্রচার এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে আত্মক্ষতি এবং আত্মহত্যাকে মোকাবেলা করার জন্য স্ব-ক্ষমতায়ন কার্যক্রম গ্রহণ যেমন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং এবিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন অর্জন করা যেতে পারে, জনসাধারণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী যেমন তরুণদের লক্ষ্য করে এবং বাড়িতে, স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর খোলামেলা আলোচনার সুবিধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। যারা আত্মহত্যার চিন্তা করছেন বা প্রভাবিত হয়েছে তাদেরকে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা পেশাদার ব্যক্তির সাহায্য চাইতে উৎসাহিত করা। সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে, আত্মহত্যার চারপাশে স্টিগমা কমিয়ে, এবং সুপরিচিত পদক্ষেপকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, আমরা আত্মহত্যার ঘটনা কমাতে পারি। যারা আত্মহত্যা নিয়ে চিন্তা করে বা আত্মঘাতী সংকটের সম্মুখীন তাদের মধ্যে আশা তৈরি করা যে আত্মহত্যার বিকল্প রয়েছে এবং এর লক্ষ্য আত্মবিশ্বাস তৈরি এবং আশার আলোকে অনুপ্রাণিত করা।

আশা তৈরির মাধ্যমে, আমরা আত্মঘাতী চিন্তার সম্মুখীন হওয়া মানুষদের কাছে তথ্য দিতে পারি যে আশা আছে এবং আমরা তাদের সাথে সমব্যাথী ও তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে এবং তাদের সহযোগিতা করতে চাই। আরও পরামর্শ দেয়া যে আমাদের কাজগুলি, যত বড় বা ছোট হোক না কেন, যারা আত্মঘাতী চিন্তা করছে তাদের আশা দিতে পারে। সবশেষে, বিষয়টি জনস্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার হিসেবে আত্মহত্যা প্রতিরোধকে নির্ধারণ করার গুরুত্ব তুলে ধরা, বিশেষ করে সবখানে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাসমূহ সহজলভ্য করা এবং প্রমাণভিত্তিক কার্যক্রমগুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং এমন একটি সমাজ কল্পনা করা যেতে পারে যেখানে আত্মহত্যা এতটা প্রচলিত নয়।

যারা আত্মহত্যা নিয়ে চিন্তা করে বা আত্মঘাতী সংকটের সম্মুখীন তাদের মধ্যে আশা তৈরি করা যে আত্মহত্যার বিকল্প রয়েছে এবং এর লক্ষ্য আত্মবিশ্বাস তৈরী এবং আশার আলোকে অনুপ্রাণিত করা।

সমাজের একজন সদস্য হিসেবে, একজন তরুণ হিসেবে, একজন পিতামাতা হিসেবে, একজন বন্ধু হিসাবে, একজন সহকর্মী হিসেবে বা জীবিত অভিজ্ঞতার একজন ব্যক্তি হিসেবে যারা আত্মহত্যার সংকটে পড়েছে বা যারা আত্মহত্যার কারণে শোকাহত তাদের সমর্থনে আমরা সবাই ভূমিকা রাখতে পারি। আমরা সবাই সমস্যাটি সম্পর্কে বোঝার জন্য উৎসাহিত করতে পারি, যারা সংগ্রাম করছেন তাদের কাছে পৌঁছাতে এবং আমাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারি। আমরা সবাই কাজের মাধ্যমে আশা তৈরি করতে পারি এবং মানুষকে আলো দেখাতে পারি।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা বা পরিস্থিতিকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করা, ইতিবাচকভাবে দেখা। একে বলা হয় Cognitive Reframing। কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে, মানুষ শোকাহত হবো এটি স্বাভাবিক। এতে দু:খ ও ব্যাথা আত্ম-করুণামূলক চিন্তা আসবে সেটিও স্বাভাবিক। কিন্তু "আমি সবসময় একাকী থাকবো" এরকম ত্রুটিমূলক চিন্তাকে পুণ:মূল্যায়ন করে, বাস্তবতার নিরীখে যাচাই করে, এর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে, আমরা পরিস্থিতি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি। যে ঘটনার সাথে খাপ খায়নি, পূর্ণ সঠিক ছিলনা, তার যে ভালো বিকল্প রয়েছে তা ভাবা এবং পুণ:মূল্যায়ন করে ঘটনাটিকে দেখা, ভাবার আঙ্গিক বদল করা যায়। এক কথায়, পরিস্থিতিকে "ভিন্ন দৃষ্টিতে" মূল্যায়ন করে, আমরা আশার আলো দেখতে পারি।

আপনি কাউকে আশা জাগিয়ে সাহায্য করতে পারেন এবং আপনি তার প্রতি যত্নশীল। যত ছোটই হোক না কেন আপনি ভূমিকা রাখতে পারেন। কি করতে হবে বা কি সমাধান আছে বলুন পাশাপাশি কি করতে হবে না তাও বলুন। ছোট ছোট কথাও একজনকে অনুপ্রাণিত করতে পারে বা বাঁচাতে পারে। "আশা"- যা জীবনের সকল দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, ব্যর্থতা, হতাশার পরেও মানুষের জীবনে টিকে থাকে। মানুষকে নতুন পথ, নতুন জীবনের আলো দেখায়। আধুনিক গবেষকরা দেখেছেন, উৎপীড়িত, পরাজিত মানুষকে সান্তনা, প্রবোধ দেওয়ার চেয়ে তাদের মধ্যে "আশার" সঞ্চার করতে পারলে সেটি ভালো কাজ দেয়।

যারা আত্মহনন বা আত্মহত্যার চিন্তা করছে তাদের কাউন্সিলিং গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে সে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ব্যক্তির মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ধারাবাহিক কাউন্সেলিং প্রয়োজন এবং এই কাউন্সেলিং শুধুমাত্র একবারের জন্য নয় ধারাবহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজন হতে পারে। কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল, আত্মনিয়ন্ত্রিত করে তোলা যায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে ও সমস্যার সাথে যথোপযুক্ত খাপ খাইয়ে কার্যকর ভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম করে তোলা সম্ভব।

লেখক: ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

নামটা রানী হলেও কপালটা রানির নয়

উত্তরের শীত এবার জেঁকে বসেছে। বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে জনজীবন। এর মধ্যে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে থালাবাসন মাজছিল রানী (১৩)। ১০টা বাজতে তখনো কয়েক মিনিট বাকি। একটু পরই স্কুলে ক্লাস শুরু। ধোয়ামোছার কাজ শেষ করে স্কুলে পৌঁছাতে সেই রোজকার দেরি। নিঃশব্দে ক্লাসের শেষ বেঞ্চে গিয়ে বসে সে। দেরির জন্য শিক্ষকেরা বকুনি দেন না। কারণ, মাবাবা হারা মেয়েটির প্রতিদিনের সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁরা জানেন।

রানী নীলফামারীর সৈয়দপুরের বাঁশবাড়ি মহল্লার ফুলবাগানে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তার গল্প অন্য কিশোরীদের জীবনের চেয়ে অনেকটাই অন্য রকম। ২০০৮ সালের ১৪ আগস্ট জন্ম হয়েছিল রানীর। সৈয়দপুর পৌর শহরের হাওলাদারপাড়ার এক কুঁড়েঘরে তার জন্মের পরপরই মারা যান রানীর মা। বাবার কোনো স্নেহ সে পায়নি। স্বজনদের কোলে ঠাঁই হয় রানীর। অবহেলা আর অনাদরে বেড়ে ওঠা রানীর আশ্রয় মেলে বাঁশবাড়ি মহল্লার মেহেরুন্নেছা নামের এক নারীর ঘরে। রানীর পালক মা মেহেরুন্নেছার স্বামীও অনেক আগে মারা যান। এতিম দুই ছেলেকে নিয়ে কোনোভাবে যাচ্ছিল তাঁর দিন। সেখানেই বড় হচ্ছিল রানী।

আট বছর বয়সে মেহেরুন্নেছার সংসারের ঝাড়পোঁছ আর থালাবাসান ধোয়ার দায়িত্ব এসে পড়ে রানীর কাঁধে। যে আদর আর ভালোবাসার আশ্বাস দেখিয়ে রানীকে ঘরে এনেছিলেন মেহেরুন্নেছা, তা আর মিলছিল না রানীর কপালে। কাজ এদিক-ওদিক হলে গালাগালি আর শারীরিক নির্যাতন। এসব দেখে একই শহরের আরেক নারী পারভীন আক্তার কাজের জন্য রানীকে নেন। এ জন্য মেহেরুন্নেছা হাতে পেতেন ৮০০ টাকা। পড়াশোনার প্রতি রানীর আগ্রহের বিষয়টি পারভীনের নজরে পড়ে। ঘরের কাজের পরে রানী যেন পড়তে পারে, সে জন্য তাকে শহরের সেন্ট জেরোজা স্কুলে বিনা মূল্যে পাঠদানের শিফটে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন তিনি। সেখানে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে রানী। ২০১৯ সালে সৈয়দপুর শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হয় সে। ভালো ফল করে পঞ্চম শ্রেণি পাস করে সে। পরে তাকে সৈয়দপুরে পরিচালিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন তিনি। রানী এখন সেখানে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছে। মাকে কখনো দেখিনি। মায়ের নামও জানি না। প্রায় পাঁচ বছর আগে বাবাকে দেখেছিলাম। বাবার মুখটা আবছা-আবছা মনে পড়ে। তিনি আমার খোঁজ নেন না।

রানী এখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে

এক কুঁড়েঘরে তার জন্মের পরপরই মারা যান রানীর মা। বাবার কোনো স্নেহ সে পায়নি। স্বজনদের কোলে ঠাঁই হয় রানীর। অবহেলা আর অনাদরে বেড়ে ওঠা রানীর আশ্রয় মেলে বাঁশবাড়ি মহল্লার মেহেরুন্নেছা নামের এক নারীর ঘরে।

রানী বলছিল, 'মাকে কখনো দেখিনি। মায়ের নামও জানি না। শুনেছি, দেখতে অনেক সুন্দর হওয়ায় মাকে সবাই সুন্দরী বলে ডাকত। মায়ের কোনো ছবি নেই আমার কাছে। প্রায় পাঁচ বছর আগে বাবাকে দেখেছিলাম। বাবার মুখটা আবছা-আবছা মনে পড়ে। তিনি আমার খোঁজ নেন না। শুনেছি, মায়ের মৃত্যুর পর বাবা আরেকটি বিয়ে করেছেন। আমার একটা আপন ভাই আছে। ভাইকে আমি চোখে দেখিনি, তার নামও জানি না। সেও আমার খোঁজ নেয় না। আমার একটা বোনও আছে। সে শহরের একটি স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ে। রাস্তায় দেখা হলে সেও ঠিকমতো কথা বলে না আমার সঙ্গে।' একই শহরে থেকেও নিজের পরিবারপ্রিয়জন থেকে দূরে দূরে থাকার বেদনা তাড়িয়ে বেড়ায় রানীকে। সে বলল, 'আমার সহপাঠীদের বাবা-মা-ভাইবোন আছে। তারা সবাই একসঙ্গে থাকে। আমার আপনজন থেকেও নাই। যখন একা থাকি, তখন খুব কষ্ট হয়। এখানে লেখাপড়ার জন্য বই, খাতা, কলম, পেনসিল-সব ফ্রিতে দেওয়া হয়। বেতনও দিতে হয় না। আমি আন্টির (পারভীন আক্তার) বাড়িতে সকালে ঘর ঝাড় দেই, থালাবাসন ধুই। তারপর স্কুলে আসি। স্কুল থেকে আবার আন্টির বাড়িতে যাই। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরের কাজ করি। রাতের খাবার নিয়ে পালক মায়ের বাড়িতে যাই। সেই খাবার মা-মেয়ে ভাগ করে খাই।'

মেহেরুন্নেছা প্রথম আলোকে বলেন, 'রানীকে ছোটকাল থেকে নিজের সন্তানের মতো করেই লালনুপালন করে আসছি। সে বড় হোক।' রানী লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চায়। পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করতে চায়। বড় হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা আছে তার। একটু সুযোগ, একটু যত্ন আর একটু ভালোবাসা রানীর জীবনটা বদলে দিতে পারে!

প্রতিবেদনটি ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২ উদযাপন

'সাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২২ উদযাপন করেছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও শিক্ষা সেক্টর এই দিনকে ঘিরে তার কেন্দ্রিয় অফিস ও মাঠপর্যায়ে নানা কর্মসূচি পালন করছে। এর মধ্যে পথযাত্রা, র‍্যালি, সভা, সেমিনার, শিক্ষার গুরুত্বের উপর নাটিকা প্রদর্শন, শিক্ষার্থীদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। সাক্ষরতা দিবস পালনে ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কে একটি র‍্যালি আয়োজন করে ডাম শিক্ষা সেক্টর। র‍্যালি শেষে সকলের অংশগ্রহণে ডাম অডিটোরিয়ামে একটি সেমিনার ও শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ডামের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডামের ভাইস প্রেসিডেন্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসার ড. কাজী শরিফুল আলম ও ডামের জেনারেল সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার এএফএম গোলাম শরফুদ্দিন।

সাক্ষরতা দিবস পালনে ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কে একটি র‍্যালি আয়োজন করে ডাম শিক্ষা সেক্টর

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে শিক্ষা ও টিভিইটি সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান বলেন যে, সাক্ষরতা জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি পায় মানুষের যাবতীয় অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ভুল ধারণা। সাক্ষর হবার আগে ও পরের ব্যাপক পরিবর্তন, ব্যক্তি নিজেই উপলব্ধি করতে পারে। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষকে আমরা বলতে চাই, সাক্ষরতা মৌলিক অধিকার এবং সর্বস্তরের শিক্ষার ভিত্তি। ডাম বাংলাদেশের সুবিধা বঞ্চিত হতদরিদ্র, স্কুল বর্হিভূত, পথশিশুদের উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সাক্ষরতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। চলতি শিক্ষা বছরে বাংলাদেশের ১৬টি জেলার ৫৪টি উপজেলায় বস্তি, ক্যাম্প, হাওড়, নদীভাঙ্গন ও পাহাড়ি এলাকায় ৫৩,৬৯৪ জন বিদ্যালয় বর্হিভূত ও ৬০০ জন পথশিশু এবং শ্রমের সাথে যুক্ত শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। এদের মধ্যে ৮৯২ জন নিরক্ষর শিশুকে সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জন করিয়ে আয়-রোজগারের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর তথ্যমতে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এই উন্নয়নে ডাম অংশীদার।

সেমিনারের প্রথমেই শেখ শফিকুর রহমান, কো-অর্ডিনেটর এমএন্ডই, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২- এর প্রতিপাদ্য বিষয়টি সামনে সাক্ষরতা কার্যক্রম ও ডামের উদ্যোগ নিয়ে একটি প্রেজেনটেশন উপস্থাপন করেন। তিনি তার উপস্থাপনায় ডামের সাক্ষরতা কার্যক্রমের নানাদিক এবং তা কীভাবে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে তা বিস্তারিত তুলে ধরেন। উপস্থাপনার পরে অতিথিদের ক্রেস্ট প্রদান করে সন্মাননা প্রদান করেন শিক্ষা ও টিভিইটি সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২ উদযাপনে ডামের কাপ-আপ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা দেশাত্মকবোধক গানের একটি দলীয় ও একক নৃত্য পরিবেশন করেন। পরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার গুরুত্বের ওপর একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করেন।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের সাক্ষরতা দিবসের আলোচনায় ডামের জেনারেল সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার এএফএম গোলাম শরফুদ্দিন বলেন, হযরত খানবাহদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সারাজীবন শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা দর্শন এবং শিক্ষার পদ্ধতি ও কৌশলের নানমূখি সংস্কার আমরা আজও প্রয়োগ করছি।

ডামের ভাইস প্রেসিডেন্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসার ড. কাজী শরিফুল আলম বলেন, আশির দশক থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তথা ডাম-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম দেশের সাক্ষরতা ও শিক্ষা উন্নয়নে কাজ নিয়ে কাজ করছে। ডাম উপানূষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে যেমন স্কুল বর্হিভূত, পথশিশু, শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষার আওতায় এনেছে তেমন আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ডামের শিক্ষা উন্নয়নে এই ধারা শিক্ষা কর্মীদের অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং ডামের প্রেসিডেন্ট মহোদয় কাজী রফিকুল আলম বলেন, সাক্ষরতা কর্মসূচিতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও উপকরণ উন্নয়নের জন্য আমরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ স্বীকৃতি স্বাধীনতা পুরষ্কার-২০০২ অর্জন করেছি। বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন পরিসেবায় অবদান রাখার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ইউনেস্কো এর পরামর্শমূলক মর্যাদাসহ সহযোগী মর্যাদা অর্জন করেছে। ডামের এই অর্জন আমাদের যেমন ধরে রাখতে হবে তেমনি শিক্ষার নানা উদ্ভাবনী মডেল তৈরি করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সকল কর্মীকে প্রো-অ্যাকটিভ হয়ে কাজ করতে হবে। মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। ডামের মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী হতে হবে। আজকে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য তিনি শিক্ষা সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামানসহ অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি শিক্ষা সেক্টরের সকল আঞ্চলিক ও ফিল্ড অফিসে এ দিবস পালিত হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

অধিকার-স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের শিশুদের অংশগ্রহণে কমলাপুর রেলস্টেশনে পরিবেশিত পথনাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার শ্যামগ্রাম মোহিনী কিশোর স্কুল এন্ড কলেজ অডিটোরিয়ামে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ২০২০ সালের দশম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী এবং ২০২১ সালের একই স্কুলের একই ক্লাসের একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীসহ মোট চারজনকে এই বৃত্তি দেয়া হয়।

বৃত্তিপ্রাপ্ত চারজন ছাত্র-ছাত্রীরা হলো, সীমা আক্তার, নাহিন আহমেদ রীতা আক্তার, হাবিবুর রহমান। প্রত্যেককে ৪৭,৫০০ (সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকার একটি চেক বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হয়।

শ্যামগ্রাম মোহিনী কিশোর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্যামগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামছুজ্জামান খান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মিশনের রিসোর্স মবিলাইজেশন ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর কাজী জিয়া হাসান।

উল্লেখ্য, লন্ডন প্রবাসী এবি শফিক আহমেদের আর্থিক সহায়তায় 'মাছিহা খাতুন এন্ড রেজায়ে রব্বানী হাইয়ার এডুকেশন স্কলারশীপ'-এর আওতায় এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০২০ সাল থেকে প্রতিবছর শ্যামগ্রাম মোহিনী কিশোর স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণির সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত একজন ছাত্র এবং ছাত্রীকে এই বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। মহামারী করোনাজনিত কারণে নির্দিষ্ট সময়ে এই বৃত্তি প্রদান করতে না পারায় এবছর বিশেষ বিবেচনায় দুই বছরের বৃত্তি এক সাথে প্রদান করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধি কাজী জিয়া হাসান জানান, শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য মিশনের এ ধরণের অব্যাহত থাকবে।

অধিকার প্রকল্পের উদ্যোগে কমিউনিটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

রাজধানীর কমলাপুরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের অধিকার প্রকল্পের শিশু অধিকার বিষয়ক কর্মশালা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অধিকার স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের উদ্যোগে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে কমিউনিটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ২২ জুন ২০২২ রাজধানীর কমলাপুর অধিকার প্রকল্পের বেইজ অফিসে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। এতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অধিকার প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার তাহেরা ইয়াসমীন। তিনি তার বক্তব্যে অধিকার প্রকল্পের বিস্তারিত কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অধিকার প্রকল্পের কাজ পথ ও কর্মজীবী শিশুদের আনন্দদানের মাধ্যমে মূলধারায় ফিরিয়ে আনা।

সভায় উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাইয়ে এরপর বক্তব্য রাখেন অধিকার প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা মাকসুদুর রহমান। তিনি পথ ও কর্মজীবী শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন করার জন্যবিভিন্ন শ্রেণিপেশার প্রতিনিধির কাছে কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মাকসুদুর রহমান তার বক্তব্যে যেসব প্রস্তাব রাখেন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রকল্প এলাকার সব এনজিওর মধ্যে একটি সাধারণ সমন্বয় সাধন করা যাতে করে সবাই মিলে একসাথে কাজ করা যায়। কমিউনিটি লিডারদের সাথে নিয়ে পথশিশুদের জন্ম নিবন্ধনের সমস্যার সমাধানে সবাইকে একযোগে কাজ করা।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে সিএমসি সভাপতি মো. খলিলুর রহমান বলেন, শিশুদের নিয়ে কাজ করা সত্যিই অনেক চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার। এই কাজে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

কমলাপুরে পথ ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য পাপেট শো

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত অধিকার-স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের আয়োজনে রাজধানীর কমলাপুরে তিনটি স্থানে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের জন্য পাপেট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কবি জসিম উদ্দিন রোড, টিটিপাড়া রেলওয়ে বস্তি ও কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পাপেট পরিচালনা করেন জনপ্রিয় পাপেট প্রদর্শনী সংগঠনস্থ পাপেট টাপেট-এর পাপেটিয়ার ফয়সাল মাহমুদ।

পাপেট প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের

দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান কার্যক্রম শুরু

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান কার্যক্রম শুরু

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসাপতাল, মিরপুর দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে ২ এপ্রিল ২০২২ হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী আনুষ্ঠানিকভাবে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন উপ-পরিচালক ডা: সুব্রতমিস্ত্রি, অনকোলজী বিভাগীয় প্রধান ডাঃ ইসলাম উদ্দিন চৌধুরী, কনসালটেন্ট ডা: সেলিনা পারভীন, ডা: নাহিদ সুলতানা, ডা: ফারজানা তালুকদার ও ডা: সালাহউদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রিসোর্স মবিলাইজেশন বিভাগের সাবেক উপ-পরিচালক মো: আব্দুল হাই।

গরীব ও অসহায় রোগীদের কথা চিন্তা করে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসাপতাল, মিরপুর এই মহতী উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এর ফলে দরিদ্র ক্যান্সার ও সাধারণ রোগীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এই প্রকল্পের তহবিলের উৎস হবে দাতাদের এককালীন অনুদান ও জাকাতের অর্থ। সভাপতির বক্তব্যে কাজী ফরহাদ আলভী সমাজের বিত্তবান লোকদের এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন, গরীব রোগীদের ব্যাপকভাবে এই সেবার আওতায় আনতে আরো অর্থের প্রয়োজন। এজন্য মিরপুর ক্যান্সার হাসপাতালের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম গরীব রোগীদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যাতে করে প্রকৃত গরীব লোকেরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়। রিসোর্স মবিলাইজেশন বিভাগের সাবেক উপ-পরিচালক মো: আব্দুল হাই আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসাপতাল, মিরপুর কর্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ কার্যক্রমকে একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এই কার্যক্রমে অর্থায়নে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে দরিদ্র রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়।

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে

২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ সার্ভিস ও মিনি অপারেশন থিয়েটার উদ্বোধন

মিরপুর এমসিজিএইচ-এ ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ সার্ভিস ও মিনি অপারেশন থিয়েটারের উদ্বোধন করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র জামাল মোস্তফা

গত ২৬ মে ২০২২ মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ সার্ভিস ও মিনি অপারেশন থিয়েটারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র জামাল মোস্তফা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী । অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর ক্যান্সার হাসপাতালের ডেপুটি ডিরেক্টর ডা: সুব্রত মিস্ত্রী, সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা: সেলিনা পারভীন, উপ-পরিচালক ডা: নাহিদ সুলতানা, সনোলজিস্ট ডা: শারমিন হোসেন, ডা: সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। সভাপতির বক্তব্যে কাজী ফরহাদ আলভী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, মিরপুরস্থ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল ২ দশকেরও বেশি সময় যাবৎ দেশের ক্যান্সার ও সাধারণ রোগীদের সেবা দিয়ে আসছে । ইতোমধ্যে দরিদ্র রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দ্বার গোড়ায় পৌঁছে দিতে মিরপুর ক্যান্সার হাসপাতাল ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগের সার্ভিস প্রদান ও মিনি অপারেশন থিয়েটার কার্যক্রম শুরু করেছে। এতে করে দরিদ্র এবং সর্বস্তরের রোগীরা উপকৃত হবে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্যানেল মেয়র জামাল মোস্তফা বলেন, এই হাসপাতালের যে কোন সেবামূলক কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি গর্বিত। আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের ২৪ ঘণ্টা জরুরি সার্ভিস ও মিনি অপারেশন থিয়েটারের কার্যক্রম চালু হলে সবচেয়ে উপকৃত হবে অত্র এলাকার জনগণ। ডেপুটি ডিরেক্টর ডা: সুব্রত মিস্ত্রী বলেন, বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিকে কর্মরত ১২ জন কনসালটেন্ট ইতোমধ্যে ২৪ ঘণ্টা জরুরি সেবা উদ্যোগে সাড়া দিয়ে বিনামূল্যে জরুরি চিকিৎসা দিতে আগ্রহের কথা জানান।

কারাগারে এইচআইভি প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন

কারা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ইউএনওডিসি'র সহযোগিতায় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও কারা অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে কারাবন্দিদের মাঝে এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক পরামর্শ সভায় বক্তারা

সমাজের নানা বয়সের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ নানা অপরাধে জড়িয়ে কারাগারে যায়। কারাগারে এইচআইভি থাকতে পারে কারণ কারাবন্দীদের একটি বড় অংশ মাদক নির্ভরশীল। আর মাদক নির্ভরশীলরা এইচআইভির উচ্চ ঝুঁকি বহন করে। তাই কারাগারকে এইচআইভি মুক্ত রাখতে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

মঙ্গলবার (১৯ এপ্রিল) বিকাল ৩ টায় কারা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে ইউএনওডিসি'র সহযোগিতায় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও কারা অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে কারাবন্দিদের মাঝে এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক এক পরামর্শ সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মোঃ আবরার হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের চিফ কনসালটেন্ট ডা. শোয়েবুর রেজা চৌধুরী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ. জাফরউল্লাহ কাজল।

সভায় আরোও বক্তব্য রাখেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডা. সাবেরা সুলতানা, ন্যাশনাল এইডস্ এন্ড এসটিডি প্রোগ্রামের সহকারী পরিচালক ডাঃ মাহাবুবুর রহমান।

এছাড়াও পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন চিটাগং, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের কারা অধিদপ্তরের উপ কারা মহাপরিদর্শকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা পায়াকট, কেয়ার বাংলাদেশ, সেভ দ্যা চিলড্রেনের, আইসিডিডিআরবির প্রতিনিধিগণ।

মিরপুর এএমসিজিএইচ-এ ডক্টর ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর ফটোশেসনে অংশগ্রহণকারীরা

মিরপুর এএমসিজিএইচ-এ ডক্টরস ক্লাব প্রতিষ্ঠা

গত ১১ জুন ২০২২ মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল সেমিনার কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে "এএমসিজিএইচ-মিরপুর ডক্টরস ক্লাব" এর উদ্বোধন করা হয়। মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এর পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী ডক্টরস ক্লাব এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এসময় ক্লাবের সদস্যরা (কনসালটেন্ট ও ডাক্তারগন) উপস্থিত ছিলেন। পরিচালক মহোদয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর উপ-পরিচালক ডা: সুব্রত মিস্ত্রী সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেনেস্টশনের মাধ্যমে ডক্টরস ক্লাবের উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, প্রভৃতি তুলে ধরেন। কার্যকরী কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এর গভর্নিং বডির সদস্য ডা: এম, এ জলিল এবং হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা: সুব্রত মিস্ত্রী। এছাড়া মনোনীত অন্যান্য সদস্যরা হলেন ডা: সালাহউদ্দিন আহমেদ (সাধারণ সম্পাদক), ডা. নাহিদ সুলতানা (অর্থ সম্পাদক), ডাঃ. ফারজানা তালুকদার (একাডেমিক এফেয়ার্স সম্পাদক), ডা. শারমিন হোসেন (সমাজকল্যাণ সম্পাদক) এবং ডা. সেলিনা পারভীন (মেম্বার সেক্রেটারী)।

মিরপুর ক্যান্সার হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী ডক্টরস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট এন্ড হেড অব অনকোলজী ডা. ইসলাম চৌধুরী এবং কনসালটেন্ট সার্জন লে.কর্ণেল ডা. আব্দুর রহিম (অব.) উপদেষ্টা পদে নির্বাচিত হন।

সেরা চিকিৎসা কেন্দ্রের পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান

সেরা চিকিৎসা কেন্দ্রের পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের গাজীপুর পুরুষ কেন্দ্র

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে সেরা চিকিৎসা কেন্দ্রের পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের গাজীপুর পুরুষ কেন্দ্র। ২৬ জুন রোববার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কতৃর্ক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি'র কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপপরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

এর আগে 'মাদক সেবন রোধ করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি' এই প্রতিপাদ্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধপাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মানববন্ধন ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। র‍্যালী ও মানবন্ধনে অংশগ্রহণের জন্যও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছরের মতো এ বছরেরও ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এর মধ্যে ছিলো সড়ক সজ্জা, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, র‍্যালি, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মাদকবিরোধী শিক্ষামূলক উপকরণ নিয়ে স্টল প্রদর্শন ও আলোচনা সভা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সড়ক সজ্জা, র‍্যালী, স্টল প্রদর্শন এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন এ্যাড মোঃ শামসুল হক টুকু, এমপি এবং মোকাব্বের হোসেন চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ আজিজুল ইসলাম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাস্ট্র মন্ত্রণালয়।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯০ সাল থেকে মাদকবিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এবং ২০০৪ সাল থেকে গাজীপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে মাদকনির্ভরশীল পুরুষদের জন্য চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পুরুষদের মাদকনির্ভরশীলদের জন্য গাজীপুর, যশোর ও মুন্সিগঞ্জে এবং নারীদের জন্য ঢাকাতে চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। গাজীপুর কেন্দ্র থেকে এ পর্যন্ত ২৫৭০ জন চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মাঝে ১১৫৬ জন রোগী সর্ম্পূণ সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে আছেন।

মনোহরদীতে নাক, কান, গলা রোগ বিষয়ক ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর উদ্যোগে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহযোগিতায় নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় গত ২১ জুন ২০২২ উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে নাক, কান, গলা রোগ বিষয়ক স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মনোহরদী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. এ.এস. এম. কাসেম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, কো-অর্ডিনেটর (কৃষি) ও ফোকাল পার্সন,সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি এবং মো. খায়রুল ইসলাম, জোনাল ম্যানেজার,ঢাকা জোন, ডিএফইডি,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আরও উপস্থিত ছিলেন মো. তৌহিদুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার, ডিএফইডি নরসিংদী-০২ এরিয়া, মো. মিজানুর রহমান, সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, মো. শরিফুল ইসলাম ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মনোহরদী শাখা, এবং প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ মো. তৌহিদুল ইসলাম, প্রবীণ কমিটির নেতৃবৃন্দ, সমৃদ্ধি প্রকল্পের ফিল্ড স্টাফ ও সেবা গ্রহনকারী অত্র এলাকার সাধারণ লোকজন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শুকুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান মো. সাদেকুর রহমান শামীম।

উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে চিকিৎসা প্রদান করেন ডা. এম. এম. রানা, নাক, কান ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ডাঃ তন্ময় কর, নাক, কান, গলা, মাথা ব্যাথা ও হেড-নেক বিশেষজ্ঞ ও সার্জন, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা। উক্ত "স্বাস্থ্য ক্যাম্প" এর মাধ্যমে শুকুন্দী ইউনিয়নের দরিদ্র অধিবাসীরা যারা নাক, কান, গলার রোগের সমস্যায় ভোগছে তারা বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে সক্ষম হয়েছে।

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে ফ্রি স্ক্রিনিং টেস্ট

২০ জুলাই ২০২২ মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে শুরু হয়েছে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ফ্রি 'হেপাটাইটিস বি' স্ক্রিনিং টেস্ট। হাসপাতাল স্টাফ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্টাফদের বিনামূল্যে 'হেপাটাইটিস বি' স্ক্রিনিং টেস্ট করানো হয়। ২০ জুলাই হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৪ দিনব্যাপী এই কর্মসূচী চলে। পরবর্তীতে ২৮ জুলাই হতে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন প্রদান প্রোগ্রাম শুরু হয়। প্রতিটি ডোজের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০০ টাকা। তাছাড়া বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসে এই সংক্রান্ত লিভার ফাংশন টেস্ট ৩০% ডিসকাউন্টে করা

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভীকে স্ক্রিনিং টেস্ট করানো হচ্ছে

হবে। যেমন- Blood for S.Bilirubin, SGPT, SGOT, HBsAg (screening) এই পরীক্ষাগুলি ৩০% ডিসকাউন্টে ১০০০ টাকা প্যাকেজে করা হবে।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে ফ্রি 'হেপাটাইটিস বি' স্ক্রিনিং টেস্ট শুরু কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ লিভার। এই লিভারের প্রদাহ হচ্ছে হেপাটাইটিস। হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' লিভারের সবচেয়ে ক্ষতি করে থাকে এবং লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের মত মরণব্যাধির জন্য দায়ী। হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস হতে বাঁচতে আমাদের সকলের বিনামূল্যে স্ক্রিনিং করানো এবং হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের প্রতিষেধক টিকা নেয়া উচিত। এসময়ে উপস্থিত ছিলেন উপ পরিচালক ডা: সুব্রত মিস্ত্রী, ডা: নাহিদ সুলতানা, ডা: শারমিন হোসেন, ডা: ফারজানা তালুকদার, মো: শাহজাহান এবং ফকরুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। উদ্বোধন শেষে পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী স্ক্রিনিং টেস্ট করানোর মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচীর সূচনা করেন।

পরিবারের মনোবল ও রোগ সম্পর্কে সচেতনতা কমাতে পারে মাদকনির্ভরশীলতা

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবস ২০২২ উদযাপনের অংশ হিসেবে ২২ জুন রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের অর্কিড মিটিং রুমে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আয়োজনে উক্ত কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার আলোচকগণ বলেন, পরিবারের মনোবল ও রোগ সম্পর্কে সচেতনতা কমাতে পারে মাদকনির্ভরশীলতা। আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আয়োজিত নিয়মিত এই কর্মসূচির এবারের আলোচ্য বিষয় ছিলো "মাদক ব্যবহারজনিত রোগ এবং সহ-ঘটমান মানসিক রোগ"।

সভার শুরুতে কেন্দ্রের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত সভার স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। এরপরে সভার মূল আলোচ্য বিষয়ে উপস্থাপনা করেন সভার বিশেষজ্ঞ আলোচক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের আবাসিক মনোচিকিৎসক ডা. মো. রাহানুল ইসলাম। তিনি উপস্থাপনায় মাদক ব্যবহারজনিত সমস্যার জন্য যেসকল মানসিক রোগ হয় সে সমস্ত রোগগুলো নিয়ে এবং চিকিৎসাকালীন ও চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে এই সমস্যা থেকে বের আসার জন্য পরিবারের ভুমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

পরবর্তীতে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আলোচকগন। মুক্ত আলোচনা অংশটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের কাউন্সেলর জান্নাতুল

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভায় আলোচকগণ

ফেরদৌস। সভায় সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) উর্মি দে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন চিকিৎসাকালীন সময়ে পরিবারের মনোবল ও চিকিৎসায় সহায়তা রোগীকে মাদকনির্ভরশীলতার এই সমস্যা থেকে বের হতে সহায়তা করতে পারে। তিনি সবশেষে বলেন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সবাইকে অংশগ্রহণের জন্য আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সভায় ১৭ জন রোগীর পরিবার থেকে ২২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন সাইকোস্যোসাল কাউন্সেলর মমতাজ খাতুন। সবশেষে কেন্দ্র ব্যবস্থাপক ফারজানা ফেরদৌসের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সভাটি শেষ করা হয়।

উল্লেখ্য, আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনবার্সন কেন্দ্র ২০১৪ সাল থেকে নারী মাদকনির্ভরশীলদের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। এই কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে প্রায় ২ শত নারী বর্তমানে সুস্থ্য ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন।

‘মাদককে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সরকারের এসডিজি সফল করা সম্ভব হবে না’: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মহাপরিচালক

গাজীপুরে মাদক থেকে সুস্থ্যতাপ্রাপ্তদের রিকভারী গেট টুগেদার অনুষ্ঠানে অতিথি এবং অংশগ্রহণকারীরা

মাদককে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সরকারের এসডিজি সফল করা সম্ভব হবে না। এজন্য সকলকে মাদকের বিস্তাররোধে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অতিরিক্ত সচিব মোঃ আজিজুল ইসলাম। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধপাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ আহবান জানান।

২৯ জুন বুধবার বেলা ১১টায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ধানমন্ডিস্থ প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. আজিজুল ইসলাম আরো বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের ক্ষেত্রে সাধারণ তিনভাবে কাজ করে থাকে। হার্ম রিডাকশন, সাপ্লাই রিডাকশন ও ডিমান্ড রিডাকশন। মানুষকে মাদক ও এর ক্ষতির সম্পর্কে জানানোর জন্য আমরা কাজ করছি। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আমরা সভা সেমিনার করছি। আগামীতে এটি ইউনিয়ন পর্যায়েও করা হবে। এর সঙ্গে আগামীতে আমরা মাদকের বিস্তার রোধে আমাদের কার্যক্রমে পারিবারিক বন্ধন জোরদারের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেবো।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক শরীফুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউএনএইডস’র কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. সায়মা খান। অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার ও ওয়েসিস মাদকাসক্তি নিরাময় ও মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ কেন্দ্রের পরিচালক ডাঃ এস.এম শহীদুল ইসলাম (পিপিএম) এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন ইউএনওডিসি’র ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর মুহাম্মাদ নাহিয়ান।

স্বাগত বক্তব্যে ইকবাল মাসুদ বলেন, মাদক প্রভাব কমাতে পরিবারের গুরুত্ব অত্যাধিক। মাদক যেহেতু একটি রোগ সেহেতু এই রোগের চিকিৎসা রয়েছে। তবে আমাদেরকে আগে ভাবতে হবে এ রোগের বিস্তার কীভাবে রোধ করা যায়। সন্তানদের প্রতি তাদের অভিভাবকগণ যদি যথেষ্ট সচেতন হন তবে একটি সন্তান সহজে মাদকাসক্ত হবে না। এজন্য আমাদেরকে পারিবারিক বন্ধনের প্রতি জোর দিতে হবে।

রাজশাহী বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থা হিসাবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পুরষ্কার অর্জন

শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা নির্বাচিত হওয়ায় সংস্থার পক্ষ থেকে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করছেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ

পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমে প্রশংসনীয় অবদান রাখায় রাজশাহী বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পুরষ্কার অর্জন করেছে।

২১ জুলাই ২০২২ রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মো. জিয়াউল হক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) সাবিহা সুলতানা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক ড. কস্তুরী আমিনা কুইনসহ আরো অনেকে।

এসময় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমে প্রশংসনীয় অবদান রাখার জন্য রাজশাহী বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশন ২০২১-২২ বছরে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা নির্বাচিত হওয়ায় সংস্থাটির পক্ষ থেকে প্রশংসাপত্র গ্রহণ করেন সংস্থার ইউপিএইচসিএসডিপি-২, আরসিসি, পিএ-১, প্রকল্প ব্যবস্থাপক রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ। উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০১৯ সালের আগস্ট মাস থেকে আরবান প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২ (ইউপিএইচসিএসডিপি-২)-এর আওতায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পিএ-১, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পিএ-৩ (মিরপুর), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পিএ-৩ (হাজারীবাগ) এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পিএ-১ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

‘চিরমুক্তির পথে শান্তির বাণী’ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন

‘চিরমুক্তির পথে শান্তির বাণী’ শীর্ষক আলোচনা সভায় মোনাজাতে অংশগ্রহণকারীরা

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ক্যান্সার ও সাধারণ রোগীরা যখন মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে চলে আসে তখন রোগীর নিকট আত্মীয়রা রোগীর জন্য প্রার্থনা করে এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চান। রোগীদের নিকট আত্মীয়দের চাহিদার কথা বিবেচনা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ২৯ আগস্ট ২০২২ আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুর মিলনায়তনে মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত এবং গীর্জার ফাদার প্রভৃতি ধর্মের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুরের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এএমসিজিএইচ মিরপুরের কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্য শিব্বির মাহমুদ।

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সেনপাড়া আল-আকসা মসজিদের ইমাম মাওলানা মো: আহমেদুল্লাহ ইমরান, ঢাকা মহানগর উত্তর কেন্দ্রীয় মন্দিরের সম্মানিত পুরোহিত শ্রী উত্তম চক্রবর্তী, মিরপুরস্থ চার্চ অব গড এর পাষ্টর বিরেন বৈদ্য সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপ-পরিচালক ডা: সুব্রতমিস্ত্রী, হাসপাতালের কনসালটেন্ট, ডাক্তার, প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়।

প্রধান অতিথি শিব্বির মাহমুদ বলেন, চিরমুক্তির পথে শান্তির বানী শীর্ষক আলোচনা সভাটি একটি যুগোপযোগী ধারণা। সভাপতির বক্তব্যে কাজী ফরহাদ আলভী বলেন, মারাত্মক অসুস্থ রোগীর আসন্ন শেষ সময়ে যদি অভিভাবকবৃন্দ নিজ নিজ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ যেমন কোরআন, গীতা বা বাইবেল থেকে পাঠ করতে চান তবে হাসপাতালের মেট্রন এর নিকট থেকে ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করতে পারেন অথবা যদি রোগীর উদ্দেশ্যে কোনো সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় কাজ করাতে চান তবে হাসপাতালের তালিকাভুক্ত মসজিদ, মন্দির বা গীর্জার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা প্রদান করা হবে।

তিনি জানান, এই ধরনের মহতী এবং যুগোপযোগী উদ্যোগ নিয়ে মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল চিকিৎসার সাথে সাথে রোগীর চিরমুক্তির পথে শান্তিরবাণী যুক্ত করে এক নতুন দিক উন্মোচন করেছে।

কারা কর্মকর্তাদের মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শুরু

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়িত জেপিআরপিএইচআরপিসি প্রকল্পের আওতায় কারা কর্মকর্তাদের মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

২৫ জুলাই ২০২২ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশিক্ষণ কক্ষে চট্টগ্রাম বিভাগের ৫টি কারাগারের কর্মকর্তা ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রসহ ১৮ জন চার দিনব্যাপী “মাদক নির্ভরশীলতার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে” অংশগ্রহণ করেন। জার্মান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জিআইজেড এর কারিগরি সহায়তা এবং কারা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণটির আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শক এ.কে.এম. ফজলুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতীয় মাদক বিরোধী কমিটির সদস্য ইকবাল মাসুদ।

এসময় কারা উপ-মহাপরিদর্শক এ.কে.এম. ফজলুল হক বলেন, কারাগারে সেবার মান বৃদ্ধিতে এই প্রশিক্ষণ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কারাগারের মান উন্নয়নে সরকার যে কাজ করছে তাকে কার্যকর করার জন্য এই ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিকল্প নেই।

প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন ডিআইজি প্রিজন এ.কে.এম. ফজলুল হক

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থীরা নিজেরাই একজন দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠবে যা তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রয়োগ করতে পারবে। এছাড়া কারাগারে মাদকাসক্ত কারাবন্দীদের নিয়ে যে সকল অসুবিধা হয় তা সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জিআইজেড এর প্রতিনিধি খান মো: ইলিয়াস এবং এ্যডিকশন প্রফেশনাল ডা: মো: আখতারুজ্জান সেলিম।

এছাড়া সার্বিক সহযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন জেপিআরপি-এইচআরপিসি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী আইয়ুব খান।

কারাকর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত চারদিনব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা

'রুল অব ল' প্রোগ্রাম, জিআইজেড বাংলাদেশ-এর কারিগরি সহায়তায় ও জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএমজেড) এবং ব্রিটিশ সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর ও আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ আয়োজনে কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চারদিনব্যাপি মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ২২ আগষ্ট ২০২২ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সভা কক্ষে শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ১২ জনকর্মকর্তা/ কর্মচারী ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৬ জন কর্মকর্তাসহ মোট ১৮ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার সুভাষ কুমার ঘোষ এবং তিনি এই প্রশিক্ষনের শুভ উদ্বোধন ও ঘোষনা করেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খান মোহাম্মদ ইলিয়াস, সেন্টেন্স প্ল্যানিং অফিসার, 'রুল অব ল' প্রোগ্রাম, জিআইজেড বাংলাদেশ, ইউএনওডিসি-এর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর (ড্রাগএন্ডএইচআইভি/এইডস) আবু তাহের এবং উক্ত প্রকল্পের ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী আইয়ুব খান।

এসময় সিনিয়র জেল সুপার সুভাষ কুমার ঘোষ বলেন, কারাগারে সেবার মান বৃদ্ধিতে এই প্রশিক্ষণ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কারাগারের মান উন্নয়নে সরকার যে কাজ করছে তাকে কার্যকর করার জন্য এই ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিকল্প নেই। তিনি অংশগ্রহণকারী সকলকে মনোযোগসহকারে প্রশিক্ষণটি গ্রহনের জন্য পরামর্শ প্রদান কনের।জিআইজেড প্রতিনিধি খান মোঃ ইলিয়াস বলেন, সাধারণত মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আমরা খুব কম গুরুত্ব প্রদান করি। কিন্তু, করোনা (কোভিড-১৯) আমাদেরকে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক চিন্তার খোরাক দিয়েছে, তাই শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যকেও অনেক গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। তবেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে-কর্মক্ষেত্রে ও পারিবারিক জীবনে আমরা সকলে সুস্থ্য ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারব।

প্রশিক্ষিত ও মাদকমুক্ত চালক পারে নিরাপদ সড়ক ও নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে: বিআরটিএ চেয়ারম্যান

খিলক্ষেত জোয়ার সাহারা বাস ডিপো ও ট্রেনিং সেন্টারে চালকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মাদক ব্যবহারের ক্ষতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিআরটিএর চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফর হেল্‌থ অ্যান্ড ওয়েলবিং এর যৌথ আয়োজনে চালকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মাদক ব্যবহারের ক্ষতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত বিআরটিএর চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন প্রশিক্ষিত ও মাদকমুক্ত চালক পারে নিরাপদ সড়ক ও নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে।

তিনি আরোও বলেন, আমাদের দেশের চালকরা তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা, বিশেষ করে চোখের সমস্যা নিয়ে তারা গাড়ি চালিয়ে থাকে এবং এটি সড়ক দুর্ঘটনার একটি অন্যতম কারণ। গাড়ি চালকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় আজকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এতে করে চালকরা সচেতন হবে বলে আমি মনে করি।

২২ আগস্ট, ২০২২ খিলক্ষেত জোয়ার সাহারা বাস ডিপো ও ট্রেনিং সেন্টারে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, বিআরটিএ'র পরিচালক (রোড সেইফটি) মো. মাহবুব-ই-রাব্বানী, বিআরটিএ'র পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. সিরাজুল ইসলামসহ বিআরটিএর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মাদক সেবন থেকে বিরত থাকার বিষয়ে আলোকপাত করেন। মাদক ব্যবহারের কুফলতা নিয়ে বিশেষ করে স্বাস্থ্যক্ষতি ও সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে চালকদের আরোও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিশ্ব হার্ট দিবসের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ফ্রি ইসিজি করানোর মাধ্যমে

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরে বিশ্ব হার্ট দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ বিশ্ব হার্ট দিবসের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ফ্রি ইসিজি করানোর মাধ্যমে। ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চল্লিশোর্ধ সকল নারী ও পুরুষের ECG করানো হয় চার্জ ফ্রিতে। বিশ্ব হার্ট দিবসের অন্যতম আকর্ষণ মাত্র ২৫০০ টাকার মধ্যে এক্সিকিউটিভ কার্ডিয়াক চেক-আপ প্যাকেজ-এর বিশেষ সুবিধা দেয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। এই প্যাকেজের আওতায় Blood for Random/Fasting Sugar, Blood for Lipid Profile, Blood for S. Creatinine, ECG, Echocardiography, X-ray প্রভৃতি টেস্ট করানো হবে। এছাড়া রোগীদের জন্য বিশেষ সুবিধা থাকছে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের রোগী দেখার জন্য কোনরূপ ভিজিট নেয়া হবেনা।

সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুরের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেডিসিন ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং হাসপাতালের ডেপুটি ডিরেক্টর ডা: সুব্রত মিস্ত্রি, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা: আজিজুর রহমান, জেনারেল সার্জন লে: ক: (অব) ডা: আব্দুর রহিম, শিশু বিশেষজ্ঞ ডা: ফারজানা তালুকদার, সনোলজিস্ট ডা: শারমিন হোসেন, চীফ মেডিকেল অফিসার ডা: সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং একাউন্টস ও প্রশাসন বিভাগের মহিদুল ইসলাম, মো: শাহজাহান, ফকরুদ্দিন আহমেদ, আরিফা চৌধুরী ও মো: হাবিবুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। সপ্তাহব্যাপী বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি সফল করার জন্য লিফলেট বিতরণ ও প্রচারের জন্য অন্যান্য উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে যাতে সকল নারী পুরুষ ফ্রি চিকিৎসা সেবা নিতে পারে।

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈষম্য কমিয়ে মাদকমুক্ত ব্যক্তিদের অনুপ্রাণিত করতে হবে

সেপ্টেম্বর মাসকে সারা বিশ্বে রিকভারি মাস হিসেবে উদযাপন করা হয়। মাদক গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি পরিবার ও সামাজের নেতিবাচক মনোভাব পোষণ পুনর্বাসন ও চিকিৎসায় প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই মাস উদযাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য রিকভারি কমিউনিটিকে অনুপ্রাণিত করা যাতে করে তারা তাদের রিকভারি জীবনের এই চলমান প্রক্রিয়ায় নিজেদের কে একা না ভাবে, তারা তাদের রিকভারি হওয়ার বিষয়ে লজ্জা বা সংকোচ বোধ না করে। সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও বৈষম্য কমানোর মাধ্যমে রিকভারীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক রিকভারি মাস উদযাপন উপলক্ষে ২৭ অক্টোবর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ধানমন্ডি প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে মাদক থেকে সুস্থতাপ্রাপ্ত রিকভারি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

এবারের রিকভারি মাসের প্রতিপাদ্য "এভরি পার্সন, এভরি ফ্যামেলি, এভরি কমিউনিটি"।

আন্তর্জাতিক রিকভারি মাস উদযাপন আয়োজিত রিকভারি পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় বক্তাগণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক মো: সাজেদুল কাইয়ুম দুলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) মো: মাসুদ হোসেন, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক পরিচালক অধ্যাপক ডা: বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার ও মালওয়েশিয়ার সোলেস মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রেম কুমার। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আবাসিক মনোচিকিৎসক ডা: রাহানুল ইসলাম।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবদুল ওয়াহাব বলেন, মাদক নির্ভরশীলতার কারনে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জের পথশিশুদের সাথে পরামর্শ সভা

পথশিশুদের সাথে পরামর্শ সভায় শিশুসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

২৬ মে ২০২২ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে "ঢাকার বাইরে পথশিশুদের সাথে পরামর্শ সভা" আয়োজন করা হয়। ওয়ার্ডস টু রিয়েলিটি: প্রমোটিং স্ট্রিট চিলড্রেনস রাইটস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প হলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা খাতের একটি অধিকারভিত্তিক প্রকল্প যা কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন কনসোর্টিয়াম ফর স্ট্রিট চিলড্রেন (সিএসসি)-এর মাধ্যমে অনুদান করেছে, যুক্তরাজ্য একটি সময়সূচি কার্যক্রম হিসেবে এই প্রোগ্রামটিকে সহজতর করেছে। এটি ডাম এবং স্ক্যান বাংলাদেশের যৌথ সহযোগিতা।

এই পরামর্শ সভায় ঢাকার বাইরের পথশিশুদের টাস্কফোর্সের নির্বাচিত সংখ্যক সদস্য এবং পথশিশু এবং ডাম ও স্ক্যান নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন পথশিশুর মধ্যে ২০ জন।

এটি একটি দিনব্যাপী অনুষ্ঠান ছিল, যেখানে ফারজানা বেগম, জেলা প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, সিইএমবি, প্রকল্প, নাজনীন শবনম, মো. মুসুদুল ইসলাম এবং নৃপেন বৈদ্য এবং টাস্কফোর্স সদস্য সক্রিয়ভাবে প্রোগ্রামটি পাওয়ার ম্যাপিং, সমস্যা বৃক্ষ এবং সমাধান ট্রি অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বৃত্ত খেলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ইত্যাদি

ঢাকার বাইরের পথশিশুরা মিটিংয়ে তাদের দুর্বলতা ও সমস্যার কথা জানায়। তারা তাদের জীবন যাত্রার অবস্থা/মৌলিক অধিকারও শেয়ার করেছে। টাস্কফোর্স সদস্য ঢাকার বাইরে বসবাসকারী পথ শিশুদের সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন এবং তারা তাদের শিশু-নেতৃত্বাধীন অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনায় এই সমস্যাগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবেন।

পথশিশুদের জন্মনিবন্ধনসহ পথশিশুশুমারীর দাবিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ

পথশিশুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণে পথশিশুশুমারী করা জরুরি

পথশিশুদের জন্য আলাদা সরকারি বরাদ্দের প্রয়োজন। তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের জন্য পথশিশুশুমারী করা জরুরি।

৩০ মে ২০২২ ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'কোয়ার্টারলি মিটিং উইথ গভর্মেন্ট এন্ড নন-গর্ভমেন্ট অফিসার, সিভিল সোসাইটি অর্গনাইজেশন ওয়ান স্ট্রিট চিলড্রেনস রাইটস' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

পথশিশুদের জন্ম নিবন্ধন সমস্যা দূর করতে হবে এবং তাদেরকে সরকারি নথিভূক্ত করার মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ নিশ্চিত করার ব্যাপারে বক্তারা সুপারিশ করেন।

বক্তারা বলেন, পথশিশুদের সমস্যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা বিবেচনা করে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। তা নাহলে তারা যে নানাধরনের গ্যাং কালচারে জড়িত হচ্ছে এবং নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে তা অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে পড়বে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি ওয়ার্ডস টু রিয়েলিটি: প্রমোটিং স্ট্রিট চিলড্রেন রাইটস ইন বাংলাদেশ প্রজেক্টের আওতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও স্ক্যান বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কোষাধ্যক্ষ মো. সাজেদুল কাইয়্যুম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এডুকেশন এন্ড টিভেট সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্ক্যান বাংলাদেশ-এর জয়েন্ট সেক্রেটারি মো. মাসুদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার এস. এম. মাসুদ রানা, মোহাম্মদপুর থানার শিক্ষা অফিসার জেসমিন আক্তার ও সিভিল সার্জন অফিসের মেডিক্যাল অফিসার ডা. সুরাইয়া হোসেন, কমলাপুর রেলওয়ে থানার এস আই রিমি আক্তার, এসওএস চিলড্রেন ভিলেজ ইন্টারন্যাশনালের সিনিয়র ডিরেক্টর ডালিয়া দাস, স্ক্যান বাংলাদেশ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আফতাবুজ্জামান, কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর জেন্ডার কো-অর্ডিনেটর মৌসুমী শারমিন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি পরবর্তী প্ল্যা কার্ড প্রদর্শনী

১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অধিকার প্রকল্পের উদ্যোগে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে শিশু সমাবেশ ও পথ নাটক প্রদর্শন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীরমুক্তিযোদ্ধা রানু বেগম ও লায়ন আবুল কালাম আজাদ। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন মাকসুদুর রহমান, তাহেরা ইয়াসমিনসহ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মীগণ।

শিশুশ্রম বিষয়ে কোমলমতিদের নিজস্ব ধারণা পরিবর্তন করতেই এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শিশুরা এই আয়োজনের অংশ হতে পেরে খুব খুশি এবং আনন্দিত। আয়োজনটি বাস্তবায়ন করতে সহযোগীতা করে সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপের স্বেচ্ছাসেবক দল।

অন্যদিকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত ডিআইসি প্রকল্পের যাত্রাবাড়ী সেন্টারের সুবিধাভোগী, অভিভাবক ও স্থানীয়দের মধ্যে শিশু শ্রম প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে মানববন্ধন ও র‍্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করি, শিশুশ্রম বন্ধ করি'।

কমলাপুরে কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পথ ও কর্মজীবী শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ

কমলাপুরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মজীবী শিশুর অভিভাবকদের সেলাই মেশিন গ্রহণ

রাজধানীর কমলাপুর এলাকায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত অধিকার-স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের উদ্যোগে পথ ও কর্মজীবী শিশুসহ তাদের অভিভাবকদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। ৩০ মে, ২০২২ কমলাপুর অধিকার প্রকল্পের বেইজ অফিসে কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর শিক্ষা সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মো. মনিরুজ্জামান। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মো. জুবের আলম খান রবিন, সমাজসেবী মো. জাকির আলম খান রিবন, অধিকার প্রকল্পের সিএমসি সভাপতি মো. খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মো. লুফতর রহমান, শিশুতরী সংস্থার সমন্বয়ক মিলন হাসান, অধিকার প্রকল্প কর্মকর্তা মাকসুদুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশু ও অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ পরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বক্তারা তাদের বক্তব্যে প্রশিক্ষণার্থীদের সুন্দর এবং পরিশ্রমী জীবন গড়ার পরামর্শ দেন। সমাজসেবী মো. জুবের আলম খান তার বক্তব্যে বলেন, "পথ ও কর্মজীবী শিশুদের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য এটি একটি সুন্দর উদ্যোগ। আমাদের কমিউনিটির সর্বাত্মক সহযোগিতা থাকবে এমন মহৎ কাজের সাথে।"

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, "এটি আপনাদের জন্য একটি দারুণ সুযোগ নিজের জীবনকে পাল্টে ফেলার জন্য। একটি দালান তৈরি করতে যেমন প্রথম একটি ইট দিয়ে গাঁথুনি দিতে হয়, মনে করবেন এটি আপনার ভবিষ্যত সুন্দর করার ইটের সেই গাঁথুনি। এখান থেকেই পরিশ্রম করলে আপনি অনেক বড় হবেন। আর অবশ্যই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হবে। কেননা এর কোন বিকল্প নেই।"

এরপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের হাতে সেলাই মেশিন হস্তান্তর করা হয়। কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অধিকার প্রকল্পভুক্ত শিশু তহুরা আক্তার বলে, "পারিবারিক অভাবের কারণে আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি কাজে ঢুকে গিয়েছিলাম। আমার অনেক কষ্টে দিন কেটেছে। এখানে আসার পর আমি এখন নিয়মিত স্কুলে যেতে পারছি। অধিকার প্রকল্পের উদ্যোগে আমি সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ নিয়েছি, এখন সেলাই মেশিন পাচ্ছি। আমার লেখাপড়া চালিয়ে নেবার জন্য আমি বদ্ধ পরিকর।"

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আরেক শিশু সাগরিকা সেলাই মেশিন হাতে পেয়ে অনেক খুশি নিয়ে জানায়, "আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।"

অনুষ্ঠান শেষে শিশু এবং তাদের অভিভাবকরা যেকোন মূল্যে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

ফরিদপুর পৌরসভা ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সমঝোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং ফরিদপুর পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সম্প্রতি ফরিদপুর পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে 'প্রোমোটিং আরবান ক্লাইমেট চেইঞ্জ রেজিলিয়েন্স ইন সিলেকটেড এশিয়ান সিটিস: ডেভেলপমেন্ট অব পাইলট এক্টিভিটিস এন্ড প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট প্রজেক্ট, ফেজ ২' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ফরিদপুর পৌরসভার পক্ষে মেয়র অমিতাভ বোস এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শাহজাহান মিয়া ও নির্বাহী প্রকৌশলী মো. শামসুল আলম, অক্সফামের প্রতিনিধি দেবরাজ দে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিসি এন্ড ডিআরআর সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলমসহ ফরিদপুর পৌরসভা ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রকল্পটি কমিউনিটির-নেতৃত্বে পরিচালিত হবে এবং জলবায়ু-সহনশীল স্থাপনা-নির্মাণের উদ্যোগের মাধ্যমে একটি জলবায়ু-সহনশীল শহরের স্থাপনের জন্য অবদান রাখবে। এ প্রকল্পে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ুজনিত দুর্যোগের প্রভাব কমাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধান (কমিউনিটি রেজিলিয়েন্ট প্ল্যান) ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। এরপর তিনটি জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন প্রকল্প (CLP) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ তিনটি জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর পৌরসভার পুরাতন ৯ নং ওয়ার্ডে সমাজভিত্তিক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার উন্নতি; পৌরসভার জনগোষ্ঠীর টেকসই অর্থনৈতিক ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জলবায়ুসহিষ্ণু জীবিকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং পুরাতন ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে জলবায়ুসহিষ্ণু পার্ক নির্মাণের লক্ষ্যে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ইউসিসিআরটিএফ-এর অর্থায়নে এবং অক্সফাম-এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ফরিদপুর পৌরসভায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম

ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও ক্যান্সার চিকিৎসায় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন এবং গরীব ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার জন্য আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের সাথে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল (এএমসিজিএইচ) এবং ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর আর্থিক সহায়তা বিষয়ক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

২৭ আগস্ট রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৮০ জন নির্বাচিত ভিক্ষুককে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ডিএফইডিকে ২০ লক্ষ এবং দুঃস্থ অসহায় গরীব ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসার্থে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করবে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরাম।

চুক্তিতে আহ্ছানিয়া মিশন সাপোর্ট ফোরামের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সাপোর্ট ফোরামের সহ-সভাপতি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইকোনোমিক এফেয়ার্স বিষয়ক উপদেষ্টা মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ, ডিএফইডির পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির সিইও মো. আসাদুজ্জামান এবং আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালের পক্ষে হসপিটালের এডমিন এন্ড ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর মো. ইফতেখারুল ইসলাম।

মোহাম্মদ লকিয়তউল্লাহ বলেন, সমাজের আরো বিত্তবান ও সামর্থশীল মানুষ যদি এই ফোরামের সদস্য হন, তাদের সহযাগিতায় ফোরামটি এগিয়ে যাবে এবং এমন আরো অনেক ভাল কাজ, ভাল উদ্যোগে অংশীদার হতে পারব।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশনের সাপোর্ট ফোরামের সভাপতি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ. এফ. এম. গোলাম শরফুদ্দিন এবং আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল, হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানীসহ মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ।

শিশু অধিকার রক্ষায় ক্রস সেক্টর বডি গঠন করা জরুরি- ডেপুটি স্পিকার

জাতীয় সংসদের এলডি হলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাখছেন জাতীয় সংসদ ডেপুটি স্পিকার ও শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় ককাসের চেয়ারম্যান শামসুল হক টুকু

শিশু অধিকার রক্ষায় একটি ক্রস সেক্টর বডি গঠন করা জরুরি। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে পথশিশুদের সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ জাতীয় সংসদের এলডি হলে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সংসদ ডেপুটি স্পিকার ও শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় ককাসের চেয়ারম্যান শামসুল হক টুকু এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আজ যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করছে সে রাষ্ট্রের মালিক। সুতরাং সেই শিশুটি পথে থাকতে পারেনা। তাকে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে ভাসমান শিশুদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদেরকে সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও স্ক্যান বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই জাতীয় সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আরিফুল কায়সার, সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক এমএম মাহমুদউল্লাহ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিপ্তরের স্বাস্থ্য শাখার যুগ্ম মহাপরিদর্শক মো. মতিউর রহমান এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এএফএম গোলাম শরফুদ্দিন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. কাজী শরিফুল আলমের সভাপতিত্বে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল।

সভাপতির বক্তব্যে কাজী শরিফুল আলম বলেন, প্রতিটি শিশুকে মূল ধারায় আনাই হলো মূল চ্যালেঞ্জ। এ ব্যাপারে তিনি ডেপুটি স্পিকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে ক্রস সেক্টর বডির ধারণা উপস্থাপন করেন স্ক্যান বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মুকুল। উপস্থাপনায় তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে পথ শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এসব শিশুদের মধ্যে মাদকে আসক্ত ৮৫ শতাংশ। খাবারের সংগ্রাম করছে ৮০ শতাংশ এবং যৌন নির্যাতন ও শোষণের শিকার ৪৬ শতাংশ।

উল্লেখ্য, কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন ও কনসোর্টিয়াম ফর স্ট্রিট চিলড্রেন (সিএসসি), যুক্তরাজ্যের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'ওয়ার্ডস টুরিয়েলিটি: প্রমোটিং স্ট্রিট চিলড্রেন রাইটস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পটি গত কয়েক বছর ধরে পথশিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে একটি ক্রস সেক্টর বডি গঠন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান, প্রকল্প সমন্বয়কারী জুলফিকার মতিন, পথশিশুদের প্রতিনিধি হিসেবে পথশিশু টাস্কফোর্সের সদস্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আওতায় সুবিধাভোগী পথশিশুসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ।

৫৩ জন পথ ও কর্মজীবী শিশুর মধ্যে ঈদের পোশাক ও খাদ্য সামগ্রী উপহার বিতরণ

ঈদের পোশাক ও খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করছে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুরা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত ডিআইসি প্রকল্পের যাত্রাবাড়ী সেন্টারের উদ্যোগে ২৯ এপ্রিল পোস্তগোলা মাঠ সংলগ্ন স্থানে ৫৩ জন পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে উক্ত ঈদের পোশাক ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ছেলে ও মেয়ে শিশুদের বয়স অনুযায়ী পোশাক প্রদান করা হয়। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল পোলাও চাল, সেমাই, চিনি দুধসহ অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা লইয়ার্সও লায়ন্স ক্লাব নারায়ণগঞ্জের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ডিআইসি যাত্রাবাড়ী সেন্টারের শিশুদের মধ্যে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেন। ডিআইসি যাত্রাবাড়ী সেন্টারের ম্যানেজারসহ সেন্টারের সকল স্টাফ উক্ত অনুষ্ঠানে শিশুদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভায় বক্তারা

সড়কে ৫টি আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক

প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্টাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। সড়ক দুর্ঘটনার একাধীক কারণ রয়েছে। তবে সড়কে ৫টি মূল আচরণগত ঝুঁকির পরিবর্তন দুর্ঘটনা হ্রাসের সহায়ক হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

১৬ মে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানান বক্তারা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন। যারমধ্যে অন্যতম গতি। দেখা যায় যতগুলো সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তার প্রায় সবগুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত/দ্রুত গতিতে মোটরযান চালানোর বিষয়টি সংস্পর্কিত। যদি গতি নির্ধারন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। তেমনিভাবে মদ্যপ অবস্থায় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে মোটরযান পরিচালনাও সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির পাশাপাশি আঘাতের তীব্রতা এবং সেই দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। যদি মদ্যপ অবস্থায় মোটরযান চালানো নিষেধ বিধানটি শতভাগ প্রয়োগ করা যায় তাহলে দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২০% হ্রাস করা যাবে (সূত্রঃ গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)। অন্যদিকে, দুই এবং তিন চাকার মোটরযান ব্যবহারকারীদের জন্য মাথার আঘাত মৃত্যুর প্রধান কারণ। যদিও হেলমেট পরিধান সরাসরি দুর্ঘটনার ঝুঁকির উৎস নয় তবে দুর্ঘনায় আহত ও নিহতে হার হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। সঠিক হেলমেট ব্যবহারে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঝুঁকি ৪০% হ্রাস করতে পারে এবং মাথার আঘাতের ঝুঁকি ৭০% হ্রাস করতে পারে। একইভাবে সিটবেল্ট পরা চালক এবং সামনের আসনে যাত্রীর মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি ৪৫-৫০% এবং পিছনের আসনের যাত্রীদের মধ্যে মৃত্যু এবং গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি ২৫% হ্রাস করে (সূত্রঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। শিশুদের জন্য নিরাপদ বা সুরক্ষিত আসন একইভাবে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু যাত্রীদের বিশেষ করে বেশি ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে ৫৪-৮০% মারাত্মক আঘাত পাওয়া এবং মৃত্যু হ্রাসে অত্যন্ত কার্যকর (সূত্রঃ গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপ)।

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণকারীরা

মোটরযানে সকলের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার নিশ্চত করতে হবেঃ রওশন আরা মান্নান এমপি

মোটরযানে সকলের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রওশান আরা মান্নান এমপি। সেই সাথে তিনি মোটরযানে সকলের জন্য সিটবেল্ট ও মোটরসাইকেল আরোহীর জন্য মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন ও প্রণয়ন বিষয়েও মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করবেন বলে জানান।

২৩ জুলাই, ২০২২ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রতিনিধি দল মতিঝিলস্থ বাসভবনে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রতিনিধি দলের সাথে রওশন আরা মান্নান এমপি'র মতিঝিলস্থ বাসভবনে সাক্ষাৎ

সাক্ষাৎকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ দেশের সড়ক দুর্ঘটনার বর্তমান পরিস্থিতি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিরাপদ সড়ক কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করেন। সেই সাথে সড়ক পরিবহন বিধিমালা দ্রুততর জারির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান এবং অ্যাডভোকেসী অফিসার ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন।

উল্লেখ্য, এবার ঈদুল আজহার আগে-পরে মোট ১২ দিনে (৫ জুলাই-১৬ জুলাই) দেশে ২৭৪ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩১১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১১৯৭ জন। নিহতদের মধ্যে নারী ৪৩ জন, শিশু ৫৮ জন। ১৫৪টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ১২৩ জন, যা মোট নিহতদের ৩৯.৫৪ শতাংশ। সড়কে এই নিহত ও আহতের সংখ্যা হ্রাসে সকলকে সম্মলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে বলে মনে করেন এই সাংসদ।

সিইই'র নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

মিরপুর দারুস সালাম থানার হযরত শাহ আলী মডেল হাইস্কুলে সিইই-র উদ্যোগে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণে অতিথিবৃন্দ

২৩ এপ্রিল ২০২২ মিরপুর দারুস সালাম থানার হযরত শাহ আলী মডেল হাইস্কুলে সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের উদ্যোগে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক একদিনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরবর্তীতে এটি সিইই-র ১ম সরাসরি প্রশিক্ষণ। নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান, সিইই-র সিইও কাজী আলী রেজা, সিইইর মিডিয়া পরামর্শক চিন্ময় মুৎসুদ্দী, ড্যাফোডিলস ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ মিজানুর রহমান রাজু ও সাইফুজ্জামান রানা, ডেপুটি ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণ পরিদর্শণ করেন ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল মজিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শাহআলী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা রাবেয়া শিরিণ ও নাবিকের প্রতিনিধি ড. আবু বকর আহমদ। সভাপতিত্ব করেন হযরত শাহআলী মডেল হাইস্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি মিয়া মো. লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জাহাঙ্গীর যুবরাজ ও তাকে সহযোগিতা করেন সেন্টারের সাবিহা আফরোজ রিতু।

নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ডিএফইডি'র রাজশাহী জোনের 'বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয়সভা' অনুষ্ঠিত'

ডিএফইডি'র রাজশাহী জোনের 'বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয়সভা' ডিএফইডির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়

গত ৩০ জুলাই ২০২২ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'র রাজশাহী জোনের 'বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয়সভা' ডিএফইডির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমন্বয়সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডির ভাইস চেয়ারপার্সন ড. এসএম খলিলুর রহমান, ডিএফইডির সেক্রেটারী জেনারেল ড. এম এহ্ছানুর রহমান, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) মো. আসাদুজ্জামান, ডিজিএম আর এম ফরহাদ। সভা সঞ্চালনা করেন ডিএফইডি'র রাজশাহী জোনের জোনাল ম্যানেজার মো. জিয়াউল আহ্সান। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জোনের সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ। সভায় রাজশাহী জোনের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বক্তারা বলেন, অতীতের দিনগুলোর তুলনায় ভবিষ্যতে আমাদের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে। এছাড়াও সভায় আগামী বছরের বাজেট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

গাজীপুরের আঞ্চলিক অফিসে জোনাল ম্যানেজার খায়রুল ইসলাম-এর উপস্থিতিতে কর্মসূচি উন্নয়নে বিশেষ সভায় অংশগ্রহণকারীরা

গাজীপুরে সকল শাখা ব্যবস্থাপক ও এলাকা ব্যবস্থাপককে নিয়ে বিশেষ সভা

গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ গাজীপুর এরিয়ার সকল শাখা ব্যবস্থাপক ও এলাকা ব্যবস্থাপককে নিয়ে জোনাল ম্যানেজার খায়রুল ইসলাম উপস্থিতিতে কর্মসূচি উন্নয়নে বিশেষ সভা করা হয়। গাজীপুর আঞ্চলিক অফিসে আয়োজিত এই সভায় খায়রুল ইসলাম বলেন, এরিয়ার উন্নয়নে সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের সমঅংশগ্রহণেই কর্মসূচির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, একটি এরিয়ার সকল উন্নয়ন সূচকে সকলের অংশগ্রহণ ব্যতীত একটি এরিয়ার বার্ষিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে না। তাই সকলকে বার্ষিক উন্নয়নের সূচকগুলিতে আরো দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে তিনি সকলকে পরামর্শ দেন।

গত আগস্ট-২১ মাসে সর্বোচ্চ সঞ্চয় সংগ্রহকারী শাখা ও OTR ধরে রাখার জন্য মীরের বাজার শাখাকে অত্র এরিয়ার পক্ষ হতে জোনাল ম্যানেজার খায়রুল ইসলামের মাধ্যমে মাধ্যমে পুরষ্কার তুলে দেয়া হয়।

ডিএফইডি-এর বিনিয়োগ কর্মসূচী'র Impact Evaluation Study সম্পাদনের জন্য গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) এবং বাংলাদেশ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট (বিআরআইডি) এর মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ডিএফইডি-এর পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান এবং বিআরআইডি-এর পক্ষে প্রতিষ্ঠান প্রধান মো. আবু শাহীন এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল

মিরপুর, ঢাকা।

(ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রকল্প)

প্লট নং-এম-১/বি এবং এম-১/সি, সেকশন-১৪, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সড়ক, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬।

ফোন: ৪৮০৪০১২৮, ৫৮০৫৫৯৬২, ৫৮০৫৩০৯১, ০১৭৩২-১৪৮৯১৯, ০১৭৬২-০২৯৫২৬

E-mail: amcgh.mirpur@gmail.com, Website: http://www.ahsaniacancer.org

আমরা আপনার স্বাস্থ্যসেবায় **২৪ ঘণ্টা** নিয়োজিত

- গরীব রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ
- ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ এবং মিনি অপারেশন থিয়েটারে অপারেশনের ব্যবস্থা
- জরুরি বিভাগে প্রয়োজনে অনকল বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা
- হাসপাতালের ওয়ার্ড, কেবিন ও পি.সি.ইউ-তে ২৪ ঘণ্টা রোগী ভর্তির ব্যবস্থা
- অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে আই.সি.ইউ-তে সেবা গ্রহনের ব্যবস্থা
- অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনকোলজিস্টের পরামর্শ ও চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
- প্রায় সার্বক্ষণিক কার্ডিওলজী, মেডিসিন ও সার্জারী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
- স্ত্রীরোগ বিভাগে গাইনী অপারেশন এবং ডেলিভারী ও সিজারের ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানের কেমোথেরাপী ডে-কেয়ার সেন্টার
- ৪টি আধুনিক অপারেশন থিয়েটারে, জেনারেল সার্জারী, অনকোসার্জারী, অর্থোপেডিক, ই.এন.টি ইত্যাদি বিষয়ের সার্বক্ষণিক অপারেশনের ব্যবস্থা
- স্বল্পমূল্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফীসহ ফুল-বডি চেকআপের ব্যবস্থা

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে আপনাকে স্বাগতম

দক্ষিণবঙ্গে উচ্চশিক্ষার নতুন দিগন্ত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান

খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

KHULNA KHAN BAHADUR AHSANULLAH UNIVERSITY

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউজিসি অনুমোদিত

Admission Going On...

Programs

- B.Sc. in Computer Science & Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical & Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)
- B. A. (Hons.) in English
- B. A. (Hons.) in Information Science & Library Management (ISLM)
- Master of Business Administration (MBA)

Address:
140, KDA, Khan Bahadur Ahsanullah Road, Choto Boyra
(Beside Khulna Medical College), Sonadanga, Khulna-9000

Mobile:
01741-238636, 01730-793970

E-mail:
kkbau.edu.bd@gmail.com, registrar.kkbau@gmail.com

Facebook: kkbau.edu.bd

M. Ramiz And Sons

General Merchant & Order Supplier

আমাদের সেবাসমূহ

* জেনারেল আইটেম * জরুরি ত্রাণ সামগ্রী (ফুড এন্ড নন ফুড) * মর্যাদাপূর্ন ও স্বাস্থ্যবিধিসম্পন্ন হাইজিন কিড * শীতবস্ত্র * ব্যাগ * শিক্ষা সামগ্রী * প্রশিক্ষণ উপকরণ ইত্যাদি

Mouchak Tower (2nd Floor), Suite # 310, 83/B Siddeshwari Circular Road, Malibag, Dhaka-1217, Bangladesh
Tel: 880-2-9359310, Cell: 01774986568, 01552342706, E-mail: mrs2611@gmail.com

10617
মিশন বার্তার নতুন পথচলায় আমাদের
শুভকামনা
দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারি
এই হাসপাতালে দেশবরেণ্য বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে কম খরচে
ক্যান্সারসহ সব ধরনের রোগের
আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবার
নিশ্চয়তা
FISH - Test
AMCGH
আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান
প্লট-০৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
+৮৮০২- ৫৫০৯২১৯৬-৭ ০১৮৪৭ ৩৫৯২০১ www.amcghbd.org info@amcghbd.org /ahsaniacancer

অগ্রযাত্রার ১৫ তম বর্ষে আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীর
প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

আমাদের শরিয়াহ্ ভিত্তিক সেবাসমূহ

আমানত সেবাসমূহ ঃ

=> আল ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব (১-৩০ বছর)
=> মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব (১-১৫ বছর)
=> মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব (৩ মাস/৬ মাস ও ১-৩ বছর)
=> মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব (১-৩ বছর)
=> মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

অর্থায়ন সেবাসমূহ ঃ

=> হজ্ব পালনে অর্থায়ন
=> ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক বাড়ি/ফ্ল্যাট/ফ্লোর নির্মাণ, ক্রয় ও সংস্কারের জন্য অর্থায়ন
=> আসবাবপত্র ও গৃহসামগ্রী ক্রয়ে অর্থায়ন
=> বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চলতি মূলধনে অর্থায়ন
=> ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি খাতে অর্থায়ন ইত্যাদি

১৫ বছরের পথচলায়
সেবার মানে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়
হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্ ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)
প্রধান কার্যালয়ঃ ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৫৭১৬৪৬৭২, ৪৭১১৯৩৮৮
www.hajjfinance.net

CELEBRATING 15TH ANNIVERSARY (2007 - 2022)

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০